জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

মোদিরাজ্যে স্কুলছুট

বিগত পাঁচ বছরে গুজরাতে লাফিয়ে বেড়েছে স্কুলছুটের সংখ্যা। বালিকাদের সংখ্যাই বেশি। এক বছরে গুজরাতে স্কুলছুটের সংখ্যা ৩৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে

উত্তুরে হাওয়ার প্রবেশ

সপ্তাহভর আরও কমবে তাপমাত্রা। কলকাতা শহরে পারদ নামল ১৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। রাত ও দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কম। আগামী সাতদিন এমনই আবহাওয়া থাকবে

ইন্ডিগোর শেয়ারে বড়সড় ধস, একদিনে ৯ শতাংশ পড়ল দাম

সিটং যাওয়ার পথে ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনা, মৃত ৩ যাত্রী

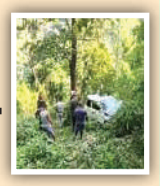

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৯৪ ● ৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ ● ২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 194 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 9 DECEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

কেন্দ্রের অপদার্থতায় বিমান বিপর্যয় ● দিতে হবে ক্ষতিপূরণ

একতরফা কমিশন, তাহলে বিচার কে দেবেন? মুখ্যমন্ত্রী

রৌনক কুণ্ডু ● কোচবিহার

নির্বাচন কমিশন একতরফা হলে মানুষ কার কাছে বিচার পাবে! সোমবার এভাবেই ফের নির্বাচন কমিশনের অপরিকল্পিত এসআইআর চালু করা নিয়ে কোচবিহারের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, এসআইআরের কাজ চলছে। এর সঙ্গে রাজ্যের উন্নয়নের কাজে যেন কোনও সমস্যা না হয়। আলোচনা না করেই ১২ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে একদিনে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনী চালু করেছে নির্বাচন কমিশন। যার ফলে বাংলায় প্রশাসনিক কাজ ব্যাপকভাবে

কোচবিহার যাওয়ার আগে বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার।

ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। উন্নয়নের কাজে এভাবে বাধায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহারের প্রশাসনিক সভা থেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি দাবি করেন, আমি জানি বিএলও থেকে বিডিও, এসডিও-দের উপর খুব চাপ পড়ছে। আপনারা দেখবেন সকলকে (এরপর ৭ পাতায়)

কোচবিহারে জনসংযোগে জননেত্রী। সোমবার।

কোচবিহারে মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার।

কেউ বিদেশ ভ্রমণে, অন্যদিকে ভেঙে পড়ছে বিমান পরিষেবা

প্রতিবেদন : অপদার্থ কেন্দ্র। সব জানত। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। কেন্দ্রের চূড়ান্ত ব্যর্থতার জন্যই সাধারণ মানুষকে আজ মূল্য দিতে হচ্ছে। সোমবার কোচবিহারের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে দমদম বিমানবন্দর থেকে কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, কেন্দ্রের সরকার মানুষের কথা ভাবে না। তাই মানুষকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে তারা। বাংলার সরকার মানুষের কথা ভাবে। তাই ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রীদের জন্য কেন্দ্রের সরকারের থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করে।

এদিন কলকাতা বিমানবন্দরের তৃণমূল কর্মী সংগঠনের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বর্তমান ইন্ডিগো-বিপর্যয় পরিস্থিতি উপস্থাপন করলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভেঙে পড়েছে বিমান পরিষেবা। এই পরিস্থিতিতে বিমানের ভাড়া ৩ হাজার থেকে বেড়ে ৫০ হাজার টাকা হয়ে গিয়েছে! এক বর-কনে রিসেপশনে পৌঁছতে পারল না। (এরপর ৬ পাতায়)

ভিতরের পাতায়

- আরও ৫০,০০০ বাংলার বাড়ি
- আরতি করে প্রদীপের আশিস
- বাংলাবিরোধীদের সঙ্গে আমি নেই
- সীমান্তে কারও মাতব্বরি চলবে না

রুচিহীন মোদি, মাস্টার-বঙ্কিমদা সম্বোধন!

প্রতিবেদন : ছিঃ, বলেন কী মোদি! সোমবার লোকসভায় বন্দে মাতরম্ নিয়ে বিশেষ আলোচনায় তিনি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বলে বসলেন 'বঙ্কিমদা'! স্বাধীনতা সংগ্রামী পুলিনবিহারী দাসের কথা বলতে গিয়ে বলে বসলেন 'পুলিনবিকাশ দাস'! এখানেই শেষ নয়, মাস্টারদাকে বললেন 'মাস্টার সূর্য সেন'! এর প্রতিবাদে সংসদে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে তৃণমূল। দলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় 'বঙ্কিমদা' সম্বোধনে তীব্র আপত্তি জানিয়ে বলেন, অন্তত 'বাবু' বলুন। মুহূর্তের মধ্যে ভুল সংশোধন করে নিয়ে (এরপর ৬ পাতায়)

শিক্ষার অভাব, নাকি বাংলার মনীষীদের ইচ্ছাকৃত অপমান? মোদির মুখে বঙ্কিমদা! পুলিনবিকাশ! মাস্টার!

বন্দে মাতরম্, জয় হিন্দ স্লোগানে কেন আপত্তি?

প্রতিবেদন : বাংলার সবকিছুতেই ওদের আপত্তি। সে বন্দে মাতরম্ হোক বা জয় হিন্দ কিংবা জনগণমন— প্রবল বাংলাবিদ্বেষী বিজেপির বিরোধিতা করা চাই-ই। সোমবার কোচবিহারের যাওয়ার পথে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে ফের একবার সংসদে 'বন্দে মাতরম্' ও 'জয় হিন্দ' বিতর্কে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের সরকার সংসদে 'বন্দে মাতরম্' ১৫০ বর্ষপূর্তিতে (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

অপপ্রচার

অপপ্রচারে ভুলো না
সাময়িক সামঞ্জস্যবিহীন
অসম শালিক
পাখনাগুলো দাঁড়কাকের
উগ্র কর্কশ কণ্ঠস্বর
উগ্রতার মালিক।
এ ডাকে বর্ষণ নেই,
এ ডাকে ভাষা নেই,
এ স্বরে আত্ম-অহং গর্জন
সাময়িক-আংশিক।
শ্লোকে মারো হাঁক
সর্বস্ব অবিশ্বাস্য
অনির্দিষ্ট অনশন
আমরণ বিসর্জন।
পদে পদে অবক্ষয়
বিষাক্ত অসংবাদিত মত্ত
সাময়িক বোধ লোপ
ফিরে আসে সত্যভাষ।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
9 December, 2025 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৮০ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের
(১৮৮০-১৯৩২) জন্মদিন ও মৃত্যুদিন। বাংলায় নারী জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ। বাঙালি সমাজ যখন ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা আর সামাজিক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, সেই সময় বেগম রোকেয়া বাংলার মুসলমান নারী সমাজে শিক্ষার আলো নিয়ে এসেছিলেন। জন্ম রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে এক অভিজাত পরিবারে। প্রথম জীবনে গোপনে দাদার কাছে একটু-আধটু উর্দু ও বাংলা পড়তে শেখেন। তাঁর আসল লেখাপড়া শুরু হয়েছিল বিয়ের পর স্বামীর সাহচর্যে। সাহিত্যচর্চার সূত্রপাতও হয়েছিল স্বামীর অনুপ্রেরণায়। তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু হয় ১৯০২ সালে 'পিপাসা' নামে একটি বাংলা গদ্য রচনার মধ্যে দিয়ে। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে ছিল প্রবন্ধ সংকলন 'মতিচুর' এবং বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি 'সুলতানার স্বপ্ন'। স্বামীর মৃত্যুর পর নিজের সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি আজ কলকাতার একটি নামকরা মেয়েদের সরকারি স্কুল, সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল।

১৮৮৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এদিন মৃণালিনী
দেবীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বাংলা পঞ্জিকায় এদিনের তারিখটা ছিল ২৪ অগ্রহায়ণ, ১২২৪। বিয়ের সময় পাত্রের বয়স ছিল ২২ বছর আর পাত্রীর ৯। সম্পূর্ণ ব্রাহ্ম রীতি মেনে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

১৯২৬ কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হল এদিন। তদানীন্তন বাংলার গভর্নর ভিক্টর বুলওয়ার-লিটন এই কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেন। হাজি মহম্মদ মহসিন কিদোয়াই কলেজ ক্যাম্পাসের জমি দান করেছিলেন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল কলকাতার তো বটেই, এমনকী পূর্ব বাংলার মুসলমানদের শিক্ষাগত উন্নতিসাধন। বর্তমানে কলেজটি মৌলানা আজাদ কলেজ নামে পরিচিত।

১৯৭৯ স্মল পক্স পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে, এই মর্মে ঘোষণা করল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। ১০ বছর আগে চালু হয়েছিল স্মল পক্সের টিকা। তার জেরেই এই সাফল্য।

১৮৬৯ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
(১৮৬৯-১৯৪০) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। দেশি-বিদেশি মিলিয়ে মোট ২৬টি ভাষায় তাঁর দখল ছিল। বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনা করতেন। ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। 'বঙ্গীয় মহাকোষ' নামক অভিধানের কাজ অসমাপ্ত রেখে মারা যান। ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস সংকলনের কাজও করেছিলেন কিছুদিন।

১৬০৮ জন মিলটন (১৬০৮-১৬৭৪) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন। কালজয়ী মহাকাব্য 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর জন্য তিনি অমর হয়ে আছেন। ১৬৫২ সালে পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যান। দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর মিলটন কিন্তু তাঁর অন্ধত্বকে মেনে নেননি। সব প্রতিকূলতা তুচ্ছ করে তিনি সাহিত্যসাধনা চালিয়ে যেতে থাকেন।

১৯৯০ লেচ ওয়ালেসা এদিন
পোল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। এবারেই সেদেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য প্রথম প্রত্যক্ষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ালেসা পোল্যান্ডের প্রথম স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন সলিডারিটি-র নেতা ছিলেন। ১৯৮৩-তে তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পান।

২০১৬ দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট পার্ক গিউন হাই এদিন সেদেশের ন্যাশনাল আসেম্বলিতে ইমপিচমেন্টের মুখে পড়েন। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছিল। দেশের সাংবিধানিক আদালত সংসদের সিদ্ধান্তকে মান্যতা দেয় বছরখানেক পর। তখন গিউন পদত্যাগে বাধ্য হন।

১৮৬৮
বিশ্বের প্রথম ট্রাফিক বাতি বসল লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের কাছে। একমাস পরেই ঘটল দুর্ঘটনা। গ্যাস লিকের ফলে একটা আলো বিস্ফোরিত হয়। তার জেরে ওই ট্রাফিক বাতি সরিয়ে ফেলা হয়।

কর্মসূচি

■ পিয়ারাপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস ও শ্রমজীবী টোটো ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে রক্তদান শিবিরে উপস্থিত জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা বিধায়ক অরিন্দম গুঁই, জেলা তৃণমূল জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি তথা পুরপ্রধান পারিষদ সুবীর ঘোষ, জেলা তৃণমূল যুব সভানেত্রী প্রিয়াঙ্কা অধিকারী, জেলা তৃণমূল যুব সাধারণ সম্পাদক অপরূপ মাজি প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৭৯

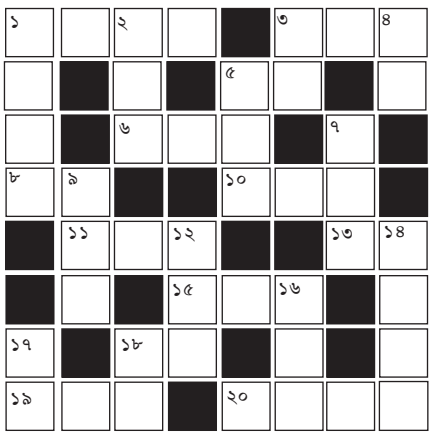

পাশাপাশি : ১. শোনার জন্য উন্মুখ বা সতর্ক ৩. দেবতা ৫. ছল, কৃত্রিম আচরণ ৬. ঘষা ৮. নতুন, নবীন ১০. মেজ ১১. সংশয়, সত্যতানির্ণয়ে অনিশ্চিয়তা ১৩.—তপ ১৫. দস্যু ১৮. চর্বি, বসা ১৯. সর্বশরীর ২০. প্রেমিকা, প্রেয়সী।

উপর-নিচ : ১. প্রখ্যাত মুনিবিশেষ ২. খাদ্যদ্রব্য ৩. দীনতা, দারিদ্র ৪. পার্বত্য ৯. নিবাস, বাস ১২. হরিদ্রা ১৪. পা টেপা ১৬. স্বীকার ১৭. সুস্বাদু আমবিশেষ ১৮. বৃহৎ, মহা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৭৮ : পাশাপাশি : ২. কঞ্জর ৪. মানত ৬. বাজে ৭. পথিকাবাস ৮. রাজন ১০. দোরসা ১২.পশ্চিমাঞ্চল ১৩. বেশি ১৪. নাহক ১৬. সমাধি। **উপর-নিচ :** ১. খুন ২. কম্মকাবার ৩. রভস ৪. মাজেরা ৫. তপন ৯. জনমাবধি ১০. দোলনা ১১. সাবেক ১২. পর্যাস ১৫. হঠ।

৮ ডিসেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৮৮০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৯৪৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৩০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৭৯৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৭৯৫৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯১.১২	৮৯.৩৫
ইউরো	১০৬.৫৭	১০৪.১৭
পাউন্ড	১২১.২৬	১১৮.৮৬

নজরকাড়া ইনস্টা

■ পাওলি দাম

■ এষা দেওল, সঙ্গে বাবা সদ্য প্রয়াত ধর্মেন্দ্র

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০
Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

9 December 2025 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৯ ডিসেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

কোচবিহারে প্রশাসনিক সভা ● মদনমোহন মন্দিরে পুজো মুখ্যমন্ত্রীর

বাংলাবিরোধীদের সঙ্গে আমি নেই

প্রতিবেদন : যারা বাংলাকে অসম্মান করে, যারা বাংলাবিরোধী, তাদের সঙ্গে আমি নেই! সোমবার কোচবিহার রওনা হওয়ার আগে ব্রিগেডে গীতাপাঠের আসরে না যাওয়া নিয়ে সোজাসাপটা জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট করেই জানান, সাধু-সন্তদের সামনে রেখে গীতাপাঠের আয়োজন করেছিল বিজেপিই। তাঁর কথায়, বিজেপির অনুষ্ঠানে আমি যাব কী করে? এটা যদি নিরপেক্ষ অনুষ্ঠান হত আমি অবশ্যই যেতাম। তারপর বিজেপি একটা আপাদমস্তক বাংলাবিরোধী দল। তাদের সঙ্গে আমি নেই। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি একটা দল করি, আমার একটা মতাদর্শ আছে। আমি সব ধর্ম, বর্ণ, জাতিকে সম্মান করি। গীতাকে সম্মান করি, গীতাপাঠ করি। কিন্তু যেখানে বিজেপি সরাসরি জড়িত সেখানে আমি যেতে পারি না। আবার যারা বলছে নেতাজিকে ঘৃণা করি, গান্ধীজিকে মানি না, সেখানে কি আমার যাওয়া উচিত! আমার বাবা-মা, আমার শিক্ষকেরা আমাকে এই শিক্ষা দেয়নি, আমার বাংলার মাটি আমাকে এই শিক্ষা দেয়নি। যারা বাংলাকে অসম্মান করে, যারা বাংলা-বিরোধী তাদের সাথে আমি নেই।

সীমান্তে কারও মাতব্বরি চলবে না, নাকা চেকিং নিয়ে পুলিশকে পরামর্শ

প্রতিবেদন : সীমান্তে কারও মাতব্বরি চলবে না, অযথা হস্তক্ষেপ মানব না। পুলিশকে নাকা চেকিংয়ে জোর দিতে হবে। কোচবিহারে এসে বিএসএফকে নিশানা করে কড়া মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সীমান্তের দিকে পুলিশ প্রশাসনকে বাড়তি নজর রাখতে নির্দেশ দিলেন তিনি। সোমবার কোচবিহারে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই সীমান্ত নিয়ে কড়া নির্দেশ দেন। সম্প্রতি গুলি চালানোর ঘটনা ঘটছে সীমান্তে। বিএসএফের গুলি চালানোয় সীমান্তের বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। কেন সীমান্তে বিএসএফ থাকার পরেও বারবার চোরাচালান বা অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটে? তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে সীমান্তবাসীর মনে। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ প্রশাসনকে সতর্ক করেছেন বিএসএফ কী করে অন্যায় ভাবে পুশব্যাক করছে? লোকাল পুলিশকে এ-ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
9 December, 2025 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

আত্মসম্মান

রাজনীতিতে শিক্ষা-সম্মান এবং আত্মসম্মান জরুরি। রাজনীতিতে যাঁরা নেতা বা নেত্রী হবেন তাঁদের দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে জানা বাধ্যতামূলক। আবার এটাও ঠিক, দেশের সব ইতিহাস তাঁদের মুখস্থ থাকবে এমনটা নয়। কিন্তু যাঁরা দেশকে পথ দেখিয়েছেন, আলো দেখিয়েছেন, উদ্ভাসিত করেছেন, মানুষ যাঁদের মনীষীর আসন দিয়েছেন, তাঁদের নিয়ে কথা বলার সময় প্রত্যেকটি মানুষের উচিত সংযম, সৌজন্য এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা। রাজনৈতিক নেতারা কখনও লিখিত ভাষণ পাঠ করেন, কখনও স্মৃতি থেকে বলেন। কিন্তু বলতে গিয়ে এমন কথা বলা উচিত নয়, যাতে একটা জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের মাইলস্টোন যাঁরা তাঁদের ভাবমূর্তিতে আঘাত লাগে। বিজেপি বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস নিয়ে বলতে গিয়ে কখনও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগরকে নিয়ে এমন কথা বলেছে যাতে শিক্ষিত সচেতন মানুষের আঁতে ঘা লাগে। এবং একবার নয়, বারবার ঘটে চলেছে। বন্দে মাতরমের বিকৃত ইতিহাসের কথা বলা হচ্ছে। আবার জাতীয় সঙ্গীতকে খাটো করতে গিয়ে মিথ্যা ইতিহাস তুলে ধরা হচ্ছে। সোমবার যেভাবে দেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ‘বঙ্কিমদা’, পুলিনবিহারী দাসকে ‘পুলিনবিকাশ দাস’ কিংবা মাস্টারদা সূর্য সেনকে ‘মাস্টার’ বলে বসলেন তাতে বাঙালির জাত্যাভিমানে আঘাত লাগতে বাধ্য। প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এটা মানুষ আশা করেন না।

e-mail থেকে চিঠি

এই প্রধানমন্ত্রী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ

লোকসভায় বন্দে মাতরম্ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তৃতায় বড় অংশ জুড়ে বাংলা। ভালো কথা। কিন্তু উনি তো বাংলার ইতিহাস ভূগোল কিছুই জানেন না। শুধু গেরুয়া গোয়ালে গোবর মেখে বাংলা জয়ের খোয়াব দেখেন। তাই বাংলার কথা বাঙালির ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে একাধিক বার হোঁচট। কখনও বন্দে মাতরমের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ‘বঙ্কিমদা’ বলে সম্বোধন করলেন তিনি। কখনও স্বাধীনতা সংগ্রামী পুলিনবিহারী দাসকে ভুলক্রমে ‘পুলিনবিকাশ দাস’ বললেন প্রধানমন্ত্রী। কখনও আবার তাঁর ভ্রান্তিবিলাসে যুক্ত হল ‘মাস্টার সূর্য সেন’। প্রায় এক ঘণ্টার বক্তৃতাবাজি। বঙ্কিমচন্দ্রকে ‘বঙ্কিমদা’ বলে সম্বোধন করছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তৃতার বয়স যখন ২৩ মিনিট, তখন বিরোধী আসন থেকে বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ জানান দমদমের তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। ‘বঙ্কিমদা’ সম্বোধনে আপত্তি জানিয়ে তিনি বলেন, অন্তত ‘বাবু’ বলুন। বক্তৃতা থামিয়ে প্রধানমন্ত্রী সৌগতকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, “আচ্ছা, বাবু বলছি।” বক্তৃতা যখন সবে ৩০ মিনিট অতিক্রম করেছে, সেই সময় বাঙালি তরুণদের আত্মবলিদানের ইতিহাস স্মরণ করাচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সূত্রেই মোদির মুখে পুলিনবিহারী নয়, শোনা যায় ‘পুলিনবিকাশ’-এর কথা। এহ বাহ্য! সূর্য সেনের বীরত্বের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁকে মাস্টারদা-র পরিবর্তে ‘মাস্টার’ বলে সম্বোধন করে বসেন প্রধানমন্ত্রী। সৌগতের আপত্তিতে ‘দাদা’ সম্বোধন নিয়ে সাবধানি হয়ে যাওয়া প্রধানমন্ত্রী অতি-সাবধানতার বশেই ‘মাস্টারদা’র ‘দা’ বাদ দিয়েছেন । বঙ্কিমচন্দ্রকে ‘বঙ্কিমদা’ বলে সম্বোধন প্রধানমন্ত্রী সচেতন ভাবেই করেছেন। নইলে, বেশ কয়েকবার তাঁর মুখে এই সম্বোধন শোনা যেত না। যে ভাবে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে প্রধানমন্ত্রী ‘বঙ্কিমদা’ বললেন, তাতে মনে হল উনি (প্রধানমন্ত্রী) চায়ের আড্ডায় বসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করছেন। বিষয়টি বাংলা ভাল ভাবে নিচ্ছে না। বাঙালি ভাল ভাবে নিচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনায় মোদীর বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । তবে তা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী যে ভাবে বার-বার হোঁচট খেয়েছেন, তাতেই বোঝা গেল, ওঁর হোঁচট খাওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। জয় বাংলা।

— **অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষপুর, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

নতুন বাংলার দিশারি

বাংলার পরিবর্তনের কান্ডারি জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রচলিত, প্রথাগত পথ থেকে সরে এসে তিনি উন্মোচন করেছেন উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত। অভিনব মানবদরদি রাস্তা দেখিয়েছেন তিনি। সেই আলোক বর্তিকার বিশ্লেষণে অধ্যাপক **ড. প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়**

শান্তি, স্থিতি, সমৃদ্ধি— এই মূল মন্ত্র নিয়ে ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস-এর মাধ্যমে যে পরিবর্তনের সূর্যোদয় হয় সেখানে একদিকে প্রয়োজন ছিল রাজ্যের ভবিষ্যতের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা এবং অন্যদিকে এমন এক রাজনৈতিক সংস্কৃতি যার ভিত্তিতে বাংলার মানুষ উন্নয়নের ভাগীদার হয়ে অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতির পুনরুত্থান করবে। তাই জনগণের যে আবেগ নিয়ে ‘‘দিদি’’র হাতে বাংলার শাসনভার এসেছিল তা কতটা সফল তারই আখ্যান মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ‘‘উন্নয়নের পাঁচালী’’র মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন।

মানুষের জমির অধিকার (সিঙ্গুর রায়) তথা জমি অধিগ্রহণ আইনের পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থাৎ জবর দখলের বিরুদ্ধে মানুষের ‘‘দিদি’’ সরকারি কাজের সূচনা করেন। লাল আমলের আমলাশোলের ঘটনা যাতে এই বাংলাকে আর না দেখতে হয় তাই খেটে খাওয়া গরিব মানুষের অন্নসংস্থান সুনিশ্চিত করে ‘‘খাদ্য সাথী’’ প্রকল্পের সূচনা করেন দিদি। সেই প্রকল্প আবার সকলের দ্বারে পৌঁছানোর জন্য পরবর্তীকালে ‘‘দুয়ারে রেশনে’’র ব্যবস্থা আজ সর্বজনবিদিত।

১৪ বছরে রাজ্যে ২ কোটিরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং বেকারত্বের হার ৪০ শতাংশ কমানো সম্ভব হয়েছে। প্রায় ১ কোটি ৭২ লক্ষ মানুষকে দারিদ্র্যসীমার বাইরে আনা গেছে। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি তথা জিডিপি (Gross Domestic Product) বেড়েছে, এবং কর ও রাজস্ব আদায় ৫.৩৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলধনী খাতে ব্যয় বেড়েছে ১৭.৬৭%। নতুন কোম্পানির সৃষ্টি (২০১০ সালে ১২১৪৯৬, ২০২৫ সালে ২৫০৩৪৩) হয়েছে। আবার কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও রাজ্যের নিজস্ব উদ্যোগের ফসল— ‘বাংলা সড়ক যোজনা’য় ১ লক্ষ ৩০ হাজার কিমি গ্রামীণ রাস্তা, ‘কর্মশ্রী’ প্রকল্পে পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজের ব্যবস্থা, ‘বাংলার বাড়ির’ মাধ্যমে মাথার ছাদের ব্যবস্থা প্রভৃতি। এটাই সরকারের দায়বদ্ধতার ও সংকল্পের প্রমাণ।

এছাড়াও ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’, ‘রূপশ্রী’, ‘কন্যাশ্রী’, ‘স্বাস্থ্যসাথী’, ‘সবুজ সাথী’, ‘তরুণের স্বপ্ন’, ‘যোগ্যশ্রী’, ‘মেধাশ্রী’, ‘শিক্ষাশ্রী’, ‘ঐক্যশ্রী’, ‘স্বামী বিবেকানন্দ মেরিটকাম মেন্স স্কলারশিপ’, ‘আনন্দধারা’, ‘জল স্বপ্ন’, ‘নন-নেট ফেলোশিপ’, ‘স্বাস্থ্য সাথী’, ‘স্বাস্থ্য ইঙ্গিত’, ‘টেলিমেডিসিন’, ‘ন্যায্য মূল্যে ওষুধের দোকান’-সহ অসংখ্য জনমুখী প্রকল্প রাজ্যের সামাজিক সুরক্ষার চিত্রটা পাল্টে দিয়েছে। বিশেষত ২.২১ কোটিরও বেশি মহিলা ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন, যা মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। সঙ্গে রয়েছে পৌরসভা ও পঞ্চায়েতে মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ। কাজের ক্ষেত্রে বাংলা এখন ভারতের মডেল। ১২ লাখ স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করা হয়েছে, যা দেশের মধ্যে মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতির এক অন্যতম দিক। যেখানে দিদির আবেগ হল মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা। ঐক্য ও সম্প্রীতির লক্ষ্যেও তিনি সচেতন। দিদির মতে, বাংলায় সব ধর্ম সুরক্ষিত এবং তিনি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, “বাংলা কোনও ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না।” এই উক্তিগুলি শুধু কাজ নয়, একটি মানবিক ও সংবেদনশীল সরকার গড়ার

প্রতিশ্রুতির কথা বলে। আসলে দিদি বাংলার সকলকে ভাল রাখার ভাবনা নিয়েই সরকার চালান, যেখানে এক একটি প্রকল্প নিয়ে লিখলে ১০০টি প্রতিবেদনও কম পড়বে।

দিদির এই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে চলেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা আমাদের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি উন্নয়নের পথে যৌবনের জোশ এবং আধুনিক রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে এসেছেন। অভিষেক দিদির বাড়ির লোক বলে রাজনৈতিক সুবিধা পেয়েছে এজাতীয় কথা যে রাজনৈতিক বিরোধীরা প্রচার করেন তারা নিশ্চয়ই ভোলেননি যে তিনি তৃণমূলের তথাকথিত শক্তিশালী ঘাঁটি দক্ষিণ কলকাতা থেকে ভোটে লড়ে আসেননি। বরং ২০১৪ সালে সরকার আসার মাত্র তিন বছরের মধ্যে বামফ্রন্টের শক্ত ঘাঁটি ডায়মন্ড হারবার থেকে ভোটে লড়ে জিতেছেন। মনে রাখতে হবে, সিপিএম তখনও শূন্য নয় এবং যথেষ্ট শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। এবং বারংবার সাংসদ এলাকার উন্নয়নের খতিয়ান প্রকাশ তৎসহ ‘‘সেবাশ্রয়ের’’ মাধ্যমে মানব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি। তার সঙ্গে যেভাবে ‘‘তৃণমূলের নব জোয়ার’’-এর মাধ্যমে বুথে বুথে কর্মী সংযোগ বৃদ্ধি করেছেন তাতে মানব পরিষেবার পথ আরো প্রশস্ত হয়েছে।

ক্ষমতায় থাকা মানে দায়িত্বশীল হওয়া, মানুষের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ, কাজের ঘাটতি খোঁজা, কোনও ভুল থাকলে তার দ্রুত সংশোধন প্রভৃতি অভিষেকের সংগঠন পরিচালনার মূলমন্ত্র। তেমনি ইন্দ্র সরকার যেভাবে বাংলাকে প্রমাণ নয় বঞ্চনা করেছেন তাকে রাজনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্যসমৃদ্ধ ভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরা এবং মানুষের অধিকার আদায়ে দিল্লিতে রাজনৈতিক অবস্থান ও কেন্দ্র সরকারকে চ্যালেঞ্জ— তার অনন্য ভূমিকার অন্যতম দিক। রাজনৈতিক লড়াইয়ে হেরে বা জিততে না পেরে বিজেপি যখন দুর্নীতির অভিযোগে আমাদের দলকে কালিমালিপ্ত করে চক্রান্তে ব্যস্ত তখন তিনি সদর্পে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সামনাসামনি হয়েছেন এবং বলেছেন, এক পয়সার দুর্নীতির প্রমাণ হলে কোনও সাজা ঘোষণার প্রয়োজন নেই, তিনি সকলের সামনে ফাঁসিতে ঝুলবেন! এই সাহস ও দৃঢ়তা সমসাময়িক রাজনীতিতে বিরল।

তিনি প্রতিনিয়ত তথ্য ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে দল ও সরকারের বার্তা মানুষের ও দলের কাছে পৌঁছে দেন। তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ এখন মানুষের কাছে “উন্নয়নের হাব” হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি অভিষেকের বক্তব্যে আবেগের মূল সুরটি হলো সম্প্রীতি এবং অখণ্ডতা। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, “কেউ কেউ চায়, বাংলায় যাতে আগুন জ্বলে। অনেকে রাজনৈতিকভাবে উন্নয়নের পরিসংখ্যানের মোকাবিলা না করতে পেরে ধর্মের নামে ভেদাভেদ করে বাংলাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে।” একই সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মীকে যথাযথ সম্মান তার সাংগঠনিক দূরদর্শিতার অন্যতম পরিসর। তিনি সকলকে সতর্ক করে বলেছেন, বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং সম্প্রীতি যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্য সজাগ থাকতে হবে। ‘উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ বলে কিছু নেই, একটাই বঙ্গ, সেটা হলো পশ্চিমবঙ্গ’— এই বার্তা দিয়ে তিনি বাংলা ভাগের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়েছেন, যা রাজ্যের মানুষের মধ্যে ঐক্য ও অখণ্ডতার আবেগ জাগিয়ে তোলে।

স্বাভাবিকভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌশল ও সাংগঠনিক দক্ষতার মিশেলে বাংলা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা এবং মহিলাদের ক্ষমতায়নে এমন স্থান করে নিয়েছে যা মানুষের জীবনে এক নতুন আশার সঞ্চার করেছে। এটি কেবল সংখ্যা নয়, মানুষের জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলেছে এমন একটি “পরিবর্তনের আখ্যান”, যা নতুন পশ্চিমবঙ্গের আবেগ তৈরি করেছে। এই আবেগ হল, সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রাজ্যের মানুষের পাশে থাকার এবং তাদের স্বপ্নের বাংলা গড়ার অদম্য জেদ। যার ফলে তৃণমূলের শাসন আগামী ২৫ বছর (নূন্যতম) নিশ্চিত বলে রাজনৈতিক টীকাকারগণ মনে করেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কোচবিহারে প্রশাসনিক সভা • মদনমোহন মন্দিরে পুজো মুখ্যমন্ত্রীর

আরও ৫০,০০০ বাংলার বাড়ি দেবে রাজ্য সরকার

প্রতিবেদন : বাংলা আবাস যোজনায় এক কোটি বাড়ি করেছি। আরবান ও চা-বাগান এলাকায় আলাদাভাবে বাড়ি তৈরি হয়েছে। ১৬ লক্ষ বাংলার বাড়ির পর এবার আরও ৫০ হাজার বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে। সোমবার কোচবিহারের প্রশাসনিক সভায় এ-কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১২ লক্ষ বাড়ির দুই কিস্তির টাকাই দেওয়া হয়েছে। এবার ১৬ লক্ষ বাড়ি দেওয়া হবে। এছাড়া একইসঙ্গে আরও ৫০ হাজার বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জানুয়ারি প্রথম সপ্তাহে ও জুন মাসে ধাপে ধাপে দুই কিস্তিতে টাকা দেওয়া হবে। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ১৪ হাজার বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। সবটাই রাজ্য সরকার করছে। কেন্দ্রীয় সরকার একটা টাকাও দেয় না। চিন্তা করবেন না। রাজ্য সরকার আপনাদের পাশে ছিল, আছে, থাকবে।

একনজরে উন্নয়ন-পরিষেবা

জেলা	প্রকল্প	বরাদ্দ
কোচবিহার	১০৪টি	৩৬৩ কোটি
দার্জিলিং	১৫৯টি	২৭৩ কোটি
মালদহ	২৬টি	২৫৫ কোটি
উত্তর দিনাজপুর	৫৪টি	৭১ কোটি
দক্ষিণ দিনাজপুর	৭৬টি	৬৫ কোটি
জলপাইগুড়ি	৩৪টি	৪৪ কোটি
আলিপুরদুয়ার	১৮টি	১৪ কোটি

আরতি করে সকলকে দিলেন প্রদীপের আশিস

রৌনক কুণ্ডু • কোচবিহার

গঙ্গাজল দিয়ে হাত ধুয়ে মন্ত্রোচ্চারণ। প্রদীপ জ্বালিয়ে করলেন আরতি। এরপর নিজেই সকলকে প্রদীপের আশিস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার কোচবিহারবাসী সাক্ষী থাকলেন ওই পবিত্র মুহূর্তের। মদনমোহন মন্দির চত্বরে তখন ভিড়ে ছয়লাপ। প্রশাসনিক বৈঠক শেষ করে মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন মদনমোহন মন্দিরে। কাছ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে মানুষের আবেগ ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন মন্দিরে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি মন্দিরের পরিকাঠামো ও ভোগ ঘরের কী পরিস্থিতি সে-ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, কোচবিহার রাস উৎসবের সময় মুখ্যমন্ত্রী নিজে আসতে না পারলেও জেলাশাসক, পুলিশ সুপাররা মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে পুজো দেন। এর আগেও মুখ্যমন্ত্রীকে দেখা গিয়েছে কোচবিহারে এসেই মন্দিরে পুজো দিতে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এদিন মদনমোহন মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন উদয়ন গুহ, অভিজিৎ দে ভৌমিক, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, পার্থপ্রতিম রায়রা। মুখ্যমন্ত্রী মদনমোহন মন্দিরে আসা ঘিরে রাস্তার দু'পাশ তৃণমূল কংগ্রেসের উচ্ছ্বসিত কর্মীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন এবিএন শীল কলেজের ময়দানে হেলিকপ্টার থেকে মুখ্যমন্ত্রী নামতেই জয়ধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানান কোচবিহারের বাসিন্দারা। সামনে থাকা কচিকাঁচাদের আদরে ভরিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

হাসপাতালের বাগান থেকে উদ্ধার হল সদ্যোজাত কন্যাসন্তান। ঘটনায় চাঞ্চল্য বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে। নবজাতকের চিকিৎসা চলছে। তদন্তে পুলিশ

সবুজ বাজি উৎপাদকদের সুরক্ষায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, উদ্যোগ রাজ্যের

প্রতিবেদন : পরিবেশবান্ধব সবুজ বাজি উৎপাদকদের সুরক্ষা ও জীবিকার নিশ্চয়তা দিতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করতে উদ্যোগ নিল রাজ্য। রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প দফতর বিভিন্ন জেলার বাজি শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত প্রায় দেড় লক্ষ মানুষকে দফায় দফায় প্রশিক্ষণ দেবে। তাঁদের নিরাপদ কাজের পরিবেশ ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদনে অভ্যস্ত করতেই এই প্রশিক্ষণ। গত সপ্তাহে এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলায় ১৬০ জন বাজি প্রস্তুতকারকের জন্য দু'দিনের একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। গত বছর থেকেই জেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালানো হচ্ছে। চলতি আর্থিক বছরের এটিই প্রথম প্রশিক্ষণ শিবির।

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বাজি তৈরির বড় বড় কেন্দ্র রয়েছে। সেখানে নিয়মিতভাবে সবুজ বাজির প্রশিক্ষণ দেওয়া গেলে একদিকে যেমন উৎপাদন নিশ্চিত হবে, তেমনই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষের জীবিকাও আরও স্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী হবে। রাজ্য সরকারের দায়িত্ব হিসেবেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জাতীয় পরিবেশ প্রকৌশল গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাগপুরের বিজ্ঞানীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা থাকলেও তা আপাতত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষকদের কলকাতায় পৌঁছতে সমস্যা হওয়ায় এই কর্মসূচি আগামী ৮ ও ৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। উড়ান বাতিল হওয়া, আবহাওয়াজনিত সমস্যা এবং নতুন ক্রু রোস্টারিং নিয়মের কারণে প্রশিক্ষক দল নির্ধারিত দিনে পৌঁছতে পারেননি। একইসঙ্গে, বাজি শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট ক্লাস্টার গড়ে তোলার কাজও শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে ওইসব ক্লাস্টারে বাজি প্রস্তুতকারক ইউনিট স্থানান্তরের পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে পরিবেশ সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধি আরও কঠোরভাবে কার্যকর করা যায়।

বিএলওদের পারিশ্রমিক ৬১ কোটি ছাড়ল রাজ্য

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ায় যুক্ত বুথ লেভেল আধিকারিকদের পারিশ্রমিক বাবদ প্রথম দফায় ৬১ কোটি টাকা ছাড়ল রাজ্য সরকার। নবান্নের তরফে এই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় ৮১ হাজার বিএলও-র মধ্যে বণ্টনের জন্য। রাজ্যজুড়ে চলা বিশেষ নিবিড় সংশোধনী কাজের সঙ্গে যুক্ত বিএলও ও বিএলও সুপারভাইজারদের জন্য বিশেষ ভাতা নির্ধারণ করা হয়েছিল। প্রতিটি বুথ লেভেল আধিকারিককে ১৪ হাজার টাকা এবং বিএলও সুপারভাইজারদের ১৮ হাজার টাকা করে পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে মোট ৭০ কোটি টাকা বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম ধাপে ৬১ কোটি টাকা রিলিজ করা হল। বাকি অর্থও খুব শীঘ্রই ছাড়া হবে।

বিজয়ী প্রার্থীদের সঙ্গে বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডল। সোমবার।

টালিগঞ্জ বিধানসভার ১১৩ নং ওয়ার্ডে বাঁশদ্রোণী শীতলা পার্ক ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনের উদ্বোধন করেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ছিলেন বরো চেয়ারম্যান তারকেশ্বর চক্রবর্তী ও পুরপ্রতিনিধি অনিতা কর মজুমদার, গোপাল রায়, সন্দীপ দাস ও বিশ্বজিৎ মণ্ডল। সোমবার।

গ্রুপ সি ও ডি : বাড়ল আবেদনের সময়সীমা

প্রতিবেদন: ফের সময়সীমা বাড়ল এসএসসির গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র আবেদনের। একসঙ্গে ৫০-৬০ হাজার প্রার্থী ওয়েবসাইটে ঢুকছেন আবেদন করতে। যার ফলে সার্ভার সমস্যা করছে। সেই কারণেই সময় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল এসএসসি। ৮ ডিসেম্বর বিকেল পর্যন্ত ছিল আবেদনের সময়সীমা। কিন্তু প্রযুক্তিগত সমস্যায় গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি নিয়োগ পরীক্ষায় বসার আবেদনের সময়সীমা বাড়িয়ে ১২ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত করার কথা জানাল কমিশন। এসএসসি সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত ১৪ লক্ষের বেশি আবেদন জমা পড়েছে। তবে ২০১৬ সালে এর দ্বিগুণ আবেদন জমা পড়েছিল। তা ছিল প্রায় ১৮ লক্ষের কাছাকাছি।

কুলতলিতে তৃণমূলের জয়

প্রতিবেদন : দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কৃষি সমবায় সমিতিতে জয় পেল তৃণমূল। বিজেপি বা বিরোধী দল কোনও প্রার্থী দাঁড় করাতে পারল না। কুন্দখালি গোদাবর অঞ্চলের কোয়াবাটি কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ৯ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়যুক্ত হন। জয়ের পর সবুজ আবির মেখে নেতা-কর্মীরা বিজয় উদযাপন করেন। জয়ী প্রার্থীদের ফুলের মালা পরিয়ে আনন্দ ভাগ করে নেন। সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডল বলেন, এলাকার মানুষের আস্থা, উন্নয়নের প্রতি বিশ্বাস এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এগিয়ে চলার দৃঢ়তার প্রতিফলন।

ভবানীপুরের মাতৃমা হাসপাতালে মা ক্যান্টিনের উদ্বোধনে মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। রয়েছেন সন্দীপ বক্সি, চৈতালি চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

ভেঙে পড়ছে বিমান পরিষেবা

(প্রথম পাতার পর) ভিডিওকলে তারা শুভেচ্ছা জানাল। এরকম অচলাবস্থা আগে কখনও দেখিনি। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এই বিপর্যয় নিয়ে কেন্দ্রের সরকারের আগে থেকে পরিকল্পনা করা উচিত ছিল। তা হলেই পরিস্থিতি সামলানো যেত। এরপরেই গর্জে উঠে তিনি বলেন, কীভাবে আপনারা এভাবে সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করতে পারেন? সাত-আটদিন ধরে যাত্রীরা হেনস্থার শিকার। বিমানবন্দরে অপেক্ষায় আছেন, সঙ্গত কারণেই তাঁরা বিক্ষুব্ধ। তাঁরা হতাশ, তাঁরা মানসিকভাবে হেনস্থার শিকার, অত্যাচারের শিকার। বিজেপি সরকার যে জনবিরোধী, এটা তার আরও একটি প্রমাণ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই অবস্থায় কেন্দ্রের সরকারকে অনুরোধ করব, যত পাইলট রয়েছেন তাঁদের নিয়ে বিকল্প কিছু ব্যবস্থা করুন। অন্তত অর্ধেক বিমান যাতে উড়তে পারে। আর তা না করে আপনারা বলে দিচ্ছেন, ট্রেনে করে চলে যান! সেটা সম্ভব? বিমানে যে পথ ২ ঘণ্টায় যেতে পারেবন সেই পথ ২৪-৩৬ ঘণ্টা ধরে যাবেন। সেখানেও টিকিট পাবেন না, কারণ সেটা অগ্রিম বুকিংয়ের ব্যাপার। সাধারণ মানুষকে নিয়ে আপনাদের কোনও দায়বদ্ধতা নেই বলেই আপনারা এসব কথা বলতে পারছেন। বিজেপি সরকার শুধুমাত্র নির্বাচন নিয়ে আগ্রহী। কীভাবে ভোট, ইভিএম মেশিন, নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় সংস্থাকে মুঠোয় ভরবে তা নিয়ে ব্যস্ত। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওদের কাছে দেশের বাইরে যাওয়ার জন্য সময় রয়েছে। কিন্তু দেশের ভিতরে কী চলছে, সেটা দেখার সময় নেই। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের। এই বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে যে মানুষগুলির লোকসান হয়েছে তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত কেন্দ্রের। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে কেন্দ্র এখনও নীরব।

জয় হিন্দ স্লোগানে কেন আপত্তি?

(প্রথম পাতার পর) আলোচনার আয়োজন করেছে। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে দু'দিনের বিতর্ক-আলোচনাকে সাধুবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এটা ভাল ব্যাপার। কিন্তু প্রথমে তো রাজ্যসভায় বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল— জয় হিন্দ বলা যাবে না! বন্দে মাতরম্ বলা যাবে না! এরপরই বাংলা ও বাঙালি-বিরোধী বিজেপির স্বরূপ তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপির কয়েকজনের কথাও শুনলাম। বলছেন, নেতাজিকে আমরা পছন্দ করি না! ওনারা নেতাজি, গান্ধীজি, রাজা রামমোহন রায়— কাউকেই পছন্দ করেন না। তা হলে কাকে করেন? কীভাবে এলেন ক্ষমতায়? যারা দেশের সম্পর্কে কিছুই জানে না, তারা আজ দেশ পরিচালনা করছে! নেতাজি, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগরকে অপমান করে। এরা জানে বাংলার অবদান?

এসআইআর শিবির

প্রতিবেদন : যৌনপল্লির পর এবার বৃদ্ধাশ্রম ও বিশেষভাবে সক্ষমদের হোমগুলিতে এনুমারেশন ফর্ম পূরণ। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল নির্দেশ দিয়েছেন, বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিক বা বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরাও যাতে ভোটার তালিকা থেকে বাদ না পড়েন তা নিশ্চিত করতে হবে।

মাস্টার-বঙ্কিমদা সম্বোধন!

(প্রথম পাতার পর) প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''আচ্ছা, বাবু বলছি''। আসলে লজ্জা-ঘেন্নার মাথা খেয়ে এবার বন্দে মাতরমের রচয়িতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'বঙ্কিমদা' বলে সম্বোধন করে অপমান করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, 'বঙ্কিমদা' সম্বোধন নিছকই ভুল করে নাকি সচেতনভাবেই করেছেন মোদি? লোকসভায় তৃণমূলের মুখ্যসচেতক কাকলি ঘোষ দস্তিদার এর তীব্র নিন্দে করে বলেছেন, যেভাবে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে প্রধানমন্ত্রী 'বঙ্কিমদা' বললেন, তাতে মনে হল তিনি চায়ের আড্ডায় বসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করছেন! বিষয়টি বাংলা ভালভাবে নিচ্ছে না। বাঙালি ভালভাবে নিচ্ছে না। কলকাতা থেকে মেসেজের পর মেসেজ আসছে। লক্ষণীয়, এখানেই শেষ নয়। বিতর্ক চলাকালীন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বললেন, বন্দে মাতরম্ লিখেছেন বঙ্কিমদাস চ্যাটার্জি! আবারও ক্ষোভে ফেটে পড়ল তৃণমূল কংগ্রেস-সহ গোটা বিরোধী শিবির। তাদের চাপের মুখে ফের ভুল শোধরাতে হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। এদিন একঘণ্টার বক্তৃতায় বঙ্কিমচন্দ্রকে একাধিকবার 'বঙ্কিমদা' বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। ২৩ মিনিটের মাথায় বিরোধী আসন থেকে বিষয়টি নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানান তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। অনেকেই অবশ্য এই ঘটনায় মোদির জ্ঞান এবং শিক্ষার বহর নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

প্রবীণ তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দে মাতরমের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এ-ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের মেরুদণ্ডের ভূমিকায়। নাড়ির মতো ছিল অপরিহার্য। সেদিন এর সঙ্গে কোনও রাজনীতির সম্পর্ক ছিল না। ছিল আত্মিক সম্পর্ক। কিন্তু দুঃখের কথা, আজ এ-নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে। ইঙ্গিত স্পষ্টতই বিজেপির দিকে।

সাংসদ মহুয়া মৈত্র বলেন, আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বেড়ে চলা বিদ্বেষ এবং ঘৃণার বাতাবরণ নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে বন্দে মাতরমের আদর্শ মাথায় রাখা প্রয়োজন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মহাকরণে উদয়শঙ্কর ও বিনয়-বাদল-দীনেশকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন মন্ত্রী অরূপ রায়

নিউটাউনে শুরু হল ভাষা মেলা, উদ্বোধনে ব্রাত্য

'রুশা' নিয়ে বিজেপির হাফমন্ত্রীর অভিযোগ ওড়ালেন শিক্ষামন্ত্রী

প্রতিবেদন: রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান বা 'রুশা' খাতে কেন্দ্র টাকা দিলেও রাজ্যের গাফিলতিতে নাকি এই টাকা ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এই ভিত্তিহীন অভিযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তবে তাঁর এই অভিযোগকে নস্যাৎ করে পাল্টা জবাব দিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। হাফমন্ত্রীর অভিযোগ যে কতটা অযৌক্তিক তা বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি।

এদিন বিশ্ববাংলা কনভেনশনে ভাষা মেলার উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সেখানে তিনি সাফ জানান, এ ধরনের কোনও চিঠি আমাদের কাছে পাঠানো হয়নি। কোনও জটিলতা থাকলে অবশ্যই খতিয়ে দেখা হবে। এই প্রকল্পের নাম এখন 'রুশা' নয়, 'পিএমরুশা' হয়ে গিয়েছে। এটি রাজ্যের ছেলেমেয়েদের টাকা। প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা থাকলে এই টাকা আটকে রাখতেন না।

■ ভাষা মেলার উদ্বোধনে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, কবি সুবোধ সরকার, সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত, অধ্যাপক রণবীর সমাদ্দার সহ বিশিষ্টরা। সোমবার নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে। —ছবি: শুভেন্দু চৌধুরি

প্রসঙ্গত, ভাষা মেলার উদ্বোধনে শিক্ষামন্ত্রী ছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন, সুবোধ সরকার, প্রচেত গুপ্ত, অধ্যাপক রণবীর সমাদ্দার সহ বিশিষ্টরা। জানা গিয়েছে, কেন্দ্রের কাছ থেকে ১৪৫টি প্রকল্পের জন্য রাজ্যের পাওনা ৯০০ কোটি টাকা হলেও রাজ্য পেয়েছে মাত্র ৩৮৩ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা। যার ফলে একাধিক খাতে আটকে রয়েছে উন্নয়ন। এদিকে 'রুশা' প্রকল্পের টাকা দিয়ে ফেলোশিপ বা স্কলারশিপের ভাতা মেটানো হয়। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার কাজে এই টাকা ব্যবহার করা হয়। আন্তর্জাতিক স্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের উন্নয়নের কাজ করা যায়। কিন্তু এই টাকা বন্ধ থাকার ফলে সব দিক থেকেই অগ্রগতি স্তিমিত হচ্ছে। রাজ্য নিজের কোষাগার থেকে যথাসম্ভব ভরতুকি দিয়ে সেই অভাব পূরণের চেষ্টা করছে।

হিন্দি নাকি রাষ্ট্রভাষা!

অসাংবিধানিক রাজ্যপাল, ভ্রম সংশোধনের পরামর্শ তৃণমূলের

প্রতিবেদন : রাজ্যপাল যে বিজেপি-র এজেন্ট হয়ে কাজ করেন তা প্রমাণ করে দিয়েছে রবিবার গীতাপাঠের মঞ্চে তাঁর উপস্থিতি। একই সঙ্গে এদিনের মঞ্চে এসে হিন্দি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মন্তব্য করেন তিনি। এর সঙ্গে মা ও ধাত্রী মায়ের তুলনাও করেছেন। এর তীব্র বিরোধিতা করেছেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। একই সঙ্গে রাজ্যপালের এই বিষয়ে বিবৃতি দিয়ে ভ্রম সংশোধন করা উচিত বলে মনে করেন তিনি।

সিভি আনন্দ বোসের এই মন্তব্যের বিরোধিতা করে কুণাল ঘোষ বলেন, হিন্দি রাষ্ট্রভাষা নয়। ভারতের কোনও রাষ্ট্রভাষা নেই। উনি ভুল বলেছেন। প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে সেই ভুল সংশোধন করবেন, এটা আমরা আশা করি। ভাষাকে মা ও ধাত্রী মায়ের সঙ্গে তুলনা করে তিনি কাকে অপমান করলেন? সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি।

রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের সাফ বক্তব্য, রবিবার গীতাপাঠের আসরে বিজেপি নেতাদের সামনে রাজ্যপাল বলেছেন যে হিন্দি রাষ্ট্রভাষা। আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। মাননীয় রাজ্যপালের জানা উচিত, ভারতবর্ষে কোনও রাষ্ট্রভাষা নেই। সংবিধানের অষ্টম তফসিলে ২২টি ভাষা আছে, যাদের সমান সম্মান ও গুরুত্ব আছে। তার মধ্যে কোনওটা রাষ্ট্রভাষা নয়, সরকারের কাজ চালানোর ভাষা। তার মধ্যে হিন্দি আছে। দেবনাগরী অক্ষরে লেখা। কিন্তু তা কোনওভাবেই রাষ্ট্রভাষা নয়। বড়জোর কাজ চালাতে ব্যবহার হতে পারে। সে তো ইংরেজিও ব্যবহার হয়। কিন্তু হিন্দি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা এটা কখনও বলা যাবে না। বাংলার রাজ্যপাল, প্রাক্তন আইএএস এত বড় একজন, তাঁর কাছ থেকে এই ভুল প্রত্যাশিত নয়। এ-নিয়ে একটা সংশয় তৈরি হতে পারে, কোনটা রাষ্ট্রভাষা আর কোনটা সরকারি কাজের জন্য স্বীকৃত ভাষা। আবার বলছি, ভারতের কোনও রাষ্ট্রভাষা নেই। এগুলো সবই কাজের ভাষা, স্বীকৃত ভাষা। সব ভাষার সমান মর্যাদা আছে। আমি আশা করি, উনি যে এত বড় ভুল বললেন, প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে এই ভুল সংশোধন করে নেবেন।

পরীক্ষাকেন্দ্রে ক্ষতি ক্ষতিপূরণ দিতে হবে পরীক্ষার্থীদেরই

প্রতিবেদন: বোর্ড পরীক্ষার শেষে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষাকেন্দ্রের আসবাবপত্র প্রায়ই নষ্ট করে। এই ধরনের ভূরি ভূরি অভিযোগ ফি বছর আসে পর্ষদ এবং স্কুলগুলির কাছে। এই প্রবণতায় রাশ টানতে পর্ষদ আগেই জানিয়েছে, কিছু নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা পরীক্ষার্থীদের বাবা-মায়েদের জমা রাখতে হবে স্কুলের কাছে। যদি সেই স্কুলের পরীক্ষার্থীরা অন্য পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে আসবাবপত্রের ক্ষতি করেছে এমন অভিযোগ আসে সেই টাকা দিতে হবে ওই জমা টাকার থেকেই। অন্যথায় টাকা ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে অভিভাবকদের। এই বছরই নির্দেশিকা জারি করে পর্ষদের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে পড়ুয়ারা এমন কাণ্ড ঘটাবে, তার দায় নিতে হবে সংশ্লিষ্ট স্কুলকেই। করা হবে জরিমানা। অনেক স্কুল অ্যাডমিট কার্ড দেওয়ার দিন পরীক্ষার্থীদের দিয়ে এই ধরনের কাজ না করার জন্য শপথ করাবে। কিন্তু তারপরেও যদি এই ধরনের কাণ্ড ঘটে তাহলে পড়ুয়াদেরই সেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী যেহেতু এখন সব পরীক্ষা কেন্দ্রেই সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো বাধ্যতামূলক হয়েছে তাই এই ধরনের কাজ কেউ করলে তা সহজেই ধরা যাবে। পর্ষদের নির্দেশ, ভাঙচুর হলে পরীক্ষার আগে ও পরে জিও-ট্যাগিং করে ছবি তুলে পাঠাতে হবে। যার ভিত্তিতে পর্ষদ হামলাকারী পরীক্ষার্থীদের ফলাফল আটকে রাখবে। সংশ্লিষ্ট স্কুল ক্ষতিপূরণ মেটালে তারপরই দেওয়া হবে রেজাল্ট।

বালিতে কাজের চাপে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন বিএলও

সংবাদদাতা, হাওড়া : কাজের চাপে ফের অসুস্থ হয়ে পড়লেন এক বিএলও। হাওড়ার বালির ঘটনা। বিএলও-র নাম কুসুম মজুমদার পাল। বাড়ি বালির শান্তিরাম রাস্তা এলাকায়। আইসিডিএস কর্মী কুসুম বালির ৩২ নং পার্টে বিএলও হিসেবে কাজ করছেন। স্থানীয় একটি স্কুলে বিএলওদের প্রশিক্ষণ চলাকালীন আচমকাই মাথা ঘুরে পড়ে যান কুসুম। তাঁকে উত্তরপাড়ার একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসকেরা জানান, মানসিক চাপে 'ট্রমাটাইজড' হয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে ৭ দিন সম্পূর্ণ বেডরেস্টের নির্দেশ দিয়েছেন চিকিৎসকেরা। সোমবার নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি আসার পর তাঁকে দেখতে যান স্থানীয় বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়। ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায় বলেন, এসআইআর-আতঙ্কে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন ওই বিএলও। আর তার জেরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এখনও আতঙ্কে রয়েছেন তিনি। তাঁর কমপক্ষে আরও ৭ দিন পুরোপুরি বিশ্রাম দরকার। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নির্দেশে নির্বাচন কমিশন অপরিকল্পিতভাবে এসআইআর কার্যকর করতে গিয়ে এমন ঘটনা ঘটছে। আমরা অসুস্থ বিএলওর পাশে সবসময় রয়েছি। অসুস্থ বিএলও কুসুমের স্বামী সুশান্ত পাল বলেন, দিনরাত এক করে ওকে একাই সব কাজ করতে হচ্ছিল। ওর পার্টে ১২০০ ভোটার। তথ্য আপলোড করতে গিয়ে অনেক সময়ই ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। রাত ১২টা-১টা অবধি কাজ করতে হচ্ছিল। এই নিয়ে কুসুম আতঙ্কে ভুগছিল। তার জেরেই মাথা ঘুরে পড়ে অসুস্থ হয়ে যায়। চিকিৎসকরা অন্তত ৭ দিন পুরোপুরি বিশ্রামের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরাই নিজেদের গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে দু'দিন নার্সিংহোমে ভর্তি রেখে চিকিৎসা করিয়ে ওকে বাড়ি নিয়ে এলাম। কমিশন তাড়াহুড়ো করে এসআইআর কার্যকর করতে যাওয়াতেই এই বিপত্তি।

■ বালিতে কাজের চাপে মাথা ঘুরে অসুস্থ হয়ে পড়লেন বিএলও কুসুম মজুমদার পাল। খবর পেয়ে দেখতে গেলেন চিকিৎসক-বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়। সোমবার।

তাহলে বিচার কে দেবেন?

(প্রথম পাতার পর)

ওই কাজটাও করতে হবে, আবার উন্নয়নের কাজটাও। এটা ইচ্ছা করেই করা হয়েছে। যাতে উন্নয়নটা স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু উন্নয়ন একটা বহমান প্রক্রিয়া, যা চলতেই থাকবে।

বাস্তবে সমস্ত রাজ্য যেভাবে অপরিকল্পিত এসআইআর প্রক্রিয়ার শিকার সেই বিষয়ে কমিশনের স্বৈরাচারী আচরণ নিয়ে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ফের একবার বলেন, আমি বাংলায় ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না। এদিন নির্বাচন কমিশনকেও কাঠগড়ায় তুলে এসআইআর প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দু'মাসের মধ্যে করতে হবে কেন তাড়াহুড়ো করে, আগের বার তো ২ বছর লেগেছিল। হঠাৎ কীসের এত পেটের ক্ষুধা? নাগরিকদের ভোট কেটে ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে জেতাতে হবে। আমি ভেবে পাই না, কমিশন যদি একপক্ষ হয়ে যায়, তাহলে মানুষ বিচার পাবে কোথায়? গণতন্ত্র যদি একপক্ষ হয়ে যায়, তাহলে সেটাকে স্বৈরতন্ত্র বলে। আমরা চাই সংবিধানের সম্মান যেন রক্ষা করা হয়।

এই এসআইআর-এর চাপে ইতিমধ্যেই একাধিক রাজ্যে মৃত্যুর অভিযোগ উঠছে। সব এজেন্সি পক্ষপাতী হলে কীভাবে বিচার পাবে মানুষ! বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। স্বাভাবিকভাবেই তার আগে প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাজের চাপ থাকে প্রশাসনিক কর্তাদের উপর। সেই পরিস্থিতিতে এসআইআর চালু করে স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ করছে কমিশন। আর তার জন্য যে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের চাপই দায়ী যা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন এই প্রসঙ্গে সোনালি বিবির কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওদের বাংলাদেশে পুশ করে দিল! বাংলায় কথা বলে বলে! রাজ্যের এই অঞ্চলে পুলিশ-প্রশাসনকে আরও সতর্ক থাকতে বলেন। তাঁর কথায়, কোচবিহার সীমান্ত এলাকা। এখানে কেউ যেন মাতব্বরি করতে না যায়। পুলিশকে নাকা চেকিংয়ের ওপর আরও জোর দিতে বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নজর রাখতে বলেন ছিটমহল এলাকাতেও। এদিন বেশ কয়েকজনকে সরকারি পরিষেবা প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকের পর তিনি যান মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিতে।

আমার বাংলা
9 December, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দুর্ঘটনায় মৃত ৩

● রাতের অন্ধকারে খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই গাড়ি। কার্শিয়াংয়ে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিনজনের। রবিবার রাতে কার্শিয়াং থেকে সিটং যাওয়ার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন গাড়ি চালক। সোমবার সকালে গাড়িটিকে খাদে পড়ে থাকতে দেখার পড়েই শুরু হয় উদ্ধারকাজ। মৃতরা হলেন বিগেন ভুজেল, রুপেন খাওয়াশ এবং রমেশ গুরুং। মৃতদের মধ্যে বিগেন ভুজেল স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য। কার্শিয়াং থানার আইসি পলাশ মহন্ত জানিয়েছেন, চালক ছাড়াও গাড়িতে তিনজন ছিলেন। গুরুতর আহত অবস্থায় চালককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বাল্যবিবাহ রুখতে

● বাল্যবিবাহ রুখতে বিশেষ উদ্যোগ নিল প্রশাসন। সোমবার এই মর্মে ময়নাগুড়িতে একটি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ছিলেন ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায়, সমাজসেবী ঋষি কান্ত প্রমুখ। মূলত বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারত গড়তে এবং জলপাইগুড়ি জেলাকে বাল্যবিবাহ মুক্ত করতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়।

পরিদর্শককে সংবর্ধনা

● সোমবার মালদহ জেলা নবনিযুক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শক মৃন্ময় রায় আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব নেওয়ার পরই তাঁর দফতরে গিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির মালদহ জেলা শাখার সদস্যরা। শিক্ষকরা পুষ্পস্তবক দিয়ে মৃন্ময়বাবুকে সম্মান জানান।

আগুনে ভস্মীভূত

● গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড বানারহাটে। পুড়ে ছাই হয়ে গেল আস্ত একটি দোতলা বাড়ি। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ইঞ্জিন। দমকলের তৎপরতায় ঘিঞ্জি এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়েনি। বানারহাটের বাসিন্দা পার্থপ্রতিম ভট্টাচার্য বলেন, তরুণ সংঘ ক্লাব ময়দানে বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল। আচমকা বিকট শব্দের সঙ্গে আগুন জ্বলতে দেখা যায়।

উৎসব ছিল টার্গেট, লাগাতার ছিনতাই ১২ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেফতার ১৮ অপরাধী

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : জেলার প্যারেড গ্রাউন্ডে চলছে ধর্মীয় উৎসব। বহু ভক্তের সমাগম। ওই উৎসবই ছিল ছিনতাইবাজদের টার্গেট। ভক্তদের ভিড়ে মিশে রবিবার থেকে ওই উৎসবে পরপর ছিনতাই, লুটপাট চালাতে থাকে দুষ্কৃতীরা। খবর পাওয়ামাত্রই ব্যবস্থা নেয় পুলিশ। ১২ ঘণ্টার মধ্যেই গোটা ছিনতাইবাজের গ্যাংকে ধরে ফেলে। ওই গ্যাং-এ ছিল ১৪ জন মহিলা এবং ৪ জন পুরুষ সদস্য। এদের প্রত্যেকেরই বাড়ি ব্যান্ডেলে। দুটি বিলাসবহুল গাড়ি করে এই দলটি এসেছিল আলিপুরদুয়ারে। এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রচার দেখে এই মহিলা গ্যাং আগেভাগেই পরিকল্পনা করে রেখেছিল ছিনতাই অপারেশনের। সেই মতো রবিবার সকালে

■ আলিপুরদুয়ার থানায় গ্রেফতার হওয়া ১৮ জন দুষ্কৃতী। সোমবার।

দুটি বিলাসবহুল গাড়ি চড়ে তারা উৎসব মাঠের পাশে এসে পৌঁছয়। এর পরে ভক্তদের ভিড় জমতে শুরু করতেই হাত সাফাইয়ের কাজে নেমে পড়ে তারা। অল্প সময়ের মধ্যে সাত-আটজন মহিলার গলার চেন, হার ছিনতাই করে তারা। বিষয়টি জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য তৈরি হয় উৎসব প্রাঙ্গণে। এরপর পুলিশে খবর দিলে দ্রুত আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ পৌঁছয় উৎসব প্রাঙ্গণে। সাদা পোশাকের মহিলা পুলিশ ভক্তদের মাঝে মিশে গিয়ে নজরদারি চালাতে থাকে। এরপরই তিনজন ধরা পড়ে হাতেনাতে। এদের জেরা করে বাকিদের রাতে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে ২টি সোনার হার এবং ১ লক্ষ নগদ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, এই দলটি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং ধার্মিক অনুষ্ঠানগুলিকে টার্গেট করে সেখানে তাদের ছক কষত। ভিড়ের মাঝে ঢুকে কোনও মহিলাকে ঘিরে ধরে তার গলার থেকে সেই মহিলার অজান্তেই গায়েব করে দিত সোনার গহনা। ধৃতদের সোমবার আলিপুরদুয়ার আদালতে পেশ করে পুলিশ।

গোয়ার নাইট ক্লাবের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ মৃতের পরিবারের

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : গোয়ায় নাইট ক্লাবে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে মৃত বাগডোগরার ২৪ বছরের যুবক সুভাষ ছেত্রী। নাইট ক্লাবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন মৃতের দিদি ঊর্মিলা ছেত্রী। তিনি বলেন, কীভাবে ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে তার তদন্ত চাই। বিচারের দাবিতে তাঁরা স্থানীয় প্রশাসনের দ্বারস্থ হবেন বলেও জানিয়েছেন। অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে প্রশাসন। সবরকম সহযোগিতার কথা দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, বছর দুয়েক আগে শেফের কাজে যোগ দিতে ওই নাইট ক্লাবে গিয়েছিলেন ওই যুবক। রবিবার ঘটনায় সেখানেই ছিলেন সুভাষ। মৃত ২৫ জনের মধ্যে বাগডোগরা

■ মৃত সুভাষ ছেত্রীর শোকার্ত পরিবার।

বানুর ছাট এলাকার সুভাষ রয়েছেন। পরিবারের একমাত্র ভরসা ছিলেন সুভাষ। তাঁর দিদি ঊর্মিলা ছেত্রী জানান, প্রথমে খবর দেখে জানতে পারেন ভাই গুরুতর আহত। পরে নিশ্চিত হওয়া যায়, বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছেন তিনি।

পরের পর দুর্ঘটনা ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে, ক্ষুব্ধ জনতা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : খানাখন্দে ভরা জাতীয় সড়ক। ঘটছে একের পর দুর্ঘটনা। সোমবার পরপর দুর্ঘটনার জেরে পথ অবরোধ করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি ডালখোলা এলাকার বেহাল ১২ নং জাতীয় সড়কের। উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা থেকে শিলিগুড়িগামী ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের বেহাল দশা দীর্ঘদিনের। এদিন স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিবাদে শামিল হন। ডালখোলা থানার অসুরাগড় এলাকায় বিক্ষোভ জেরে আটকে পড়ে সমস্ত যানবাহন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, সাংসদ, মন্ত্রীদের গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে গেলেও সংস্কারের দিকে নজর দেওয়া হয় না। প্রায় রোজই মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। নিত্যদিন ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে। দ্রুত জাতীয় সড়ক সংস্কারের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। এদিন রায়গঞ্জ যেতে গিয়ে বিক্ষোভে আটকে পড়েন মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ, জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। কথা বলেন সাধারণ মানুষের সাথে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষর এই গাফিলতির জন্য ইতিপূর্বেও বারংবার রাজ্যের পক্ষ থেকে জানানো হলেও কোনও কাজ হয়নি বলে জানান মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। তিনি জানান, রাজ্য সরকার সব উন্নয়নকাজ করার পরও জাতীয় সড়কের সংস্কারের কাজটুকুও রাজ্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে বারবার জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে ফোন করা হলেও ফোন তোলেনি কেউ বলে অভিযোগ করেন মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। পরে এ-নিয়ে জেলাশাসককে ফোন করেন তিনি। যাতে দ্রুত জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ রাস্তা সংস্কার করে সে-বিষয়ে নির্দেশ দিতে বলেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় এই দুর্ঘটনা।

মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নে আরও প্রাণময় হয়ে উঠেছে জল্পেশ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : জলপাইগুড়ির একেবারে প্রত্যন্ত এলাকায় জল্পেশ মন্দির। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই এলাকায় পৌঁছেছে উন্নয়নের জোয়ার। মন্দিরের জন্য হয়েছে কালীঘাটের আদলে স্কাইওয়াক। এক কথায়, মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নে আরও প্রাণময় হয়ে উঠেছে জল্পেশ। সোমবার মন্দিরে পুজো দিয়ে এমনটাই বললেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী ও যুবনেতা সুদীপ রাহা। এদিন তাঁদের সঙ্গে ছিলেন জলপাইগুড়ি তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি রামমোহন রায়-সহ অন্যরা। জল্পেশ মন্দিরের উন্নয়ন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিজেপিকে এদিন তীব্র কটাক্ষ

■ জল্পেশ মন্দিরে অরূপ চক্রবর্তী, সুদীপ রাহা, রামমোহন রায় প্রমুখ। সোমবার।

করেন অরূপ। তিনি বলেন, মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ভোট নিয়ে এলাকার কোনও উন্নয়ন করেননি বিজেপি সাংসদ। উন্নয়ন এসেছে একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, গতবার ৭৭টা আসন জিতেছিল বিজেপি। এখন বিরোধী দলনেতা নিজেও জানে না তার হাতে কতগুলো বিধায়ক রয়েছে। আগামী ২০২৬-এ নির্বাচনে ৭৭টা থেকে ২৭-এ নামবে। যারা বাংলা ভাষায় কথা বললে বাংলাদেশি বলে অসভ্যতা করে, যারা পে লোডারে করে বাংলাদেশের ছুঁড়ে ফেলে দেয়। অসভ্য, বর্বর বিজেপি নেতাদের এবার বাংলা ছাড়া করবে মানুষ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাংলা বাঁচাও যাত্রার নামে বিশৃঙ্খলার অভিযোগ উঠল সিপিএমের বিরুদ্ধে। যা নিয়ে রবিবার রাতে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় শান্তিপুরের হরিপুর অঞ্চলে। তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, নিজেদের গুরুত্ব বাড়াতে এসব করছে সিপিএম

আমার বাংলা
9 December, 2025 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

দুর্ঘটনায় মৃত্যু গবেষকের

● শনিবার গভীর রাতে খড়্গপুরে ট্রেনের ধাক্কায় আহত হয়েছিলেন খড়্গপুর আইআইটির গবেষক ভাট্টরাম শ্রাবণ কুমার (২৭)। দ্রুত তাঁকে রেললাইন থেকে উদ্ধার করে প্রথমে খড়্গপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে। চিকিৎসা চলাকালীনই রবিবার রাত ৯টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। বাড়ি তিরুপতির চিত্তুর অন্ধ্রপ্রদেশে। কী ভাবে দুর্ঘটনা, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। ওই গবেষক পড়ুয়া আইআইটির মেঘনাদ সাহা হলের ছাত্র ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

সরকারি চাকরিমেলা

● সোমবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত চাকরিমেলা ও শিক্ষানবিশ মেলা ২০২৫ অনুষ্ঠিত হল বর্ধমানের সরকারি আইটিআই-তে। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশঙ্কর মণ্ডল জানিয়েছেন, মেলায় মোট ১৫৫ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন এবং ৮৩ জন প্রার্থীকে বিভিন্ন কোম্পানি কর্তৃক নিবাচিত/ সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হয়। ১৬টি কোম্পানি অংশ নেয়। প্রার্থীদের মধ্যে ৪৯টি অফার লেটার বিতরণ করা হয়েছে।

কিশোরের মৃত্যু

● খিঁচুনি-সহ পেটে ব্যথা। হচ্ছিল ঘন ঘন বমি, পায়খানা। তাতেই মৃত্যু হল কিশোরের। নাম মিলন দত্ত (১৪)। বুদবুদের সুকান্ত নগরের বাসিন্দা। সোমবার বুদবুদের দত্ত পরিবারের ছেলে, মেয়ে, বাবা ও মাকে স্থানীয়রা ভর্তি করেন মানকর হাসপাতালে। অবস্থার অবনতি ঘটায় বাবা, মা ও মেয়েকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মানকর হাসপাতালেই মৃত্যু হয় ছেলে মিলনের।

চাকরির দাবিতে

● কুলটির চিনাকুড়ি ১/২ এবং ৩ নং কোলিয়ারিতে স্থানীয়দের চাকরির দাবিতে ফের বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি দিল সমস্ত গ্রাম কমিটি। আগেও বেশ কয়েকবার বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়েছিল এই সংগঠন। সোমবার সকালে ফের বিক্ষোভ দেখানো হল একাধিক দাবি নিয়ে, আসানসোলের কুলটি এলাকায়। কোলিয়ারিতে স্থানীয়দের চাকরির পাশাপাশি স্থানীয়দের ভিটিসি ট্রেনিং করাতে হবে, ধসে ক্ষতিগ্রস্তদের ঘর এবং জমির ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ইত্যাদি একাধিক দাবি ছিল।

সবং ব্লকে এসআইআর নিয়ে কর্মী-বৈঠকে মানস

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সবং ব্লকের দলীয় কার্যালয়ে দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ে এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়ে বৈঠকে বসলেন সবং বিধানসভার বিধায়ক তথা সেচমন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া, সোমবার বিকেলে। সর্বভারতীয় তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এসআইআর নিয়ে ওয়ার রুম পরিদর্শন এবং দলীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য মানস দায়িত্ব পেয়েছিলেন বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার। কয়েকদিন ধরে তিনি এই দুই জেলাতেই ছিলেন। সোমবার সবংয়ে ফিরে তিনি দলীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। খোঁজখবর নেন এসআইআরের কাজের অগ্রগতি নিয়ে।

■ দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সাংগঠনিক আলোচনায় মানস ভুঁইয়া।

দলেরই চার সদস্যকে এইমসে চাকরির নামে প্রতারণা, গ্রেফতার বিজেপি-নেত্রী

প্রতিবেদন : দলেরই চার সদস্যকে এইমসে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা! এই অভিযোগে গ্রেফতার বিজেপি নেত্রী। নাম তনু খাস্তগীর। কল্যাণী থানার গয়েশপুর পুলিশ ফাঁড়ি এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। সোমবার কল্যাণী মহকুমা আদালতে তোলা হয়। আদালত পুলিশ হেফাজতের আদেশ দিয়েছে। বিজেপি নেত্রী তনু, উত্তর ২৪ পরগনার হালিসহরের বাসিন্দা। অভিযোগ, বহু শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছবি দেখিয়ে নিজেকে প্রভাবশালী হিসাবে প্রমাণ করেন। এরপর দলেরই চার সদস্যের কাছ থেকে চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা নেন। দু'সপ্তাহের মধ্যে চাকরি করে দেওয়ার কথা বলেন। অথচ চাকরি দিতে পারেননি তিনি। তাই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই মহিলাকে গ্রেফতার করে। প্রসঙ্গত, এর আগেও কল্যাণী এইমসে চাকরি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানার বিরুদ্ধে মেয়েকে চাকরি পাইয়ে দেওয়া নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল।

■ তনু খাস্তগীর।

শুধু তিনিই নন, নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে বিজেপির দুই সাংসদ এবং দুই বিধায়ক-সহ মোট ৮ জনের বিরুদ্ধে নদিয়ার কল্যাণীর এইমসে নিজেদের আত্মীয়দের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ৮ জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় এফআইআর। এফআইআরে নাম রয়েছে বাঁকুড়ার বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার, রানাঘাট লোকসভার সাংসদ জগন্নাথ সরকার, বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানা, চাকদহ বিধানসভার বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ, কল্যাণী এইমসের এক্সিজিউটিভ ডিরেক্টর রামজি সিং-সহ মোট ৮ জনের। ওই দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তভার নেয় সিআইডি। কল্যাণী থানার পক্ষ থেকে অভিযোগ-সংক্রান্ত নথিপত্র সিআইডিকে হস্তান্তর করার পর তদন্ত শুরু করে রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থা। বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলাও দায়ের হয়। ফের কল্যাণী এইমসে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগ উঠল বিজেপি নেত্রীর বিরুদ্ধে।

কোতুলপুরে স্বাস্থ্যমেলায় সাড়া

সংবাদদাতা, কোতুলপুর : কোতুলপুর মেডিকেয়ার জেনারেল হাসপাতালের উদ্যোগে সোমবার কোতুলপুর সরিষা দিঘি মেডিকেয়ার জেনারেল হাসপাতালে হল স্বাস্থ্যমেলা ২০২৫। আয়োজনে অল বেঙ্গল প্রাইভেট নার্সিং হোম অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশন ও অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশন। ব্যবস্থাপনায় কোতুলপুর মেডিকেয়ার জেনারেল হাসপাতাল। এদিনের স্বাস্থ্যমেলা ও রক্তদান শিবিরে বিনামূল্যে নানান স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করেন বহু মানুষ। স্বাস্থ্যমেলায় ছিল রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে চোখপরীক্ষা, ছানি অপারেশনের রেজিস্ট্রেশন, কার্ডিয়াক চেকআপ, ক্যানসার সচেতনতা-সহ একাধিক স্বাস্থ্য পরিষেবা।

■ দাঁতন ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের মহা মোটরবাইক মিছিলের আয়োজন করা হল সোমবার। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা মেদিনীপুরের বিধায়ক সুজয় হাজরা ও অন্যরা।

অভিযোগ কাজের চাপ

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু বিএলও-র

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : এসআইআর কাজের দরুন সবসময় প্রবল মানসিক চাপে ছিলেন। তার জেরে মাঝেমধ্যেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়তেন। তার জেরেই সোমবার কাজ সেরে স্কুলে যাওয়ার পথে ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল বিএলও অরবিন্দ মিশ্রের (৩১)। বাড়ি নারায়ণগড় থানার সাইকা পাটনা গ্রামে। নারায়ণগড় বিধানসভার সাইকা ৪৯ নম্বর বুথের বিএলও ছিলেন তিনি। এদিন সকাল থেকে ভোটারের বাড়ি থেকে ফর্ম নিয়ে এসে ডিজিটাইজেশনের কাজ করে মোটরবাইকে করে বেলদা জানকি প্রাথমিক বিদ্যালয় যাওয়ার পথে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের বাখরাবাদ কলোনির কাছে একটি খালি ডাম্পার পেছন থেকে ধাক্কা মারলে মোটরবাইক থেকে ছিটকে পড়েন অরবিন্দ। দুর্ঘটনার পর জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ উদ্ধার করে তাদের অ্যাম্বুল্যান্সে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। হাতে ও পায়ে আঘাত লেগেছিল বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। চিকিৎসা চলাকালীনই মৃত্যু হয় অরবিন্দের। তাঁর একটি তিন বছরের কন্যাসন্তান রয়েছে। দাদা অর্ণব বলেন, সকালে বিএলওর কাজ সেরে স্কুলে যাচ্ছিল ভাই। সেই সময় সাড়ে দশটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ও সবসময় এসআইআর নিয়ে চাপের কথা বলত। সম্ভবত তার জেরেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে দুর্ঘটনায় পড়ে। ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শিক্ষক সংগঠনের সহ সভাপতি সরোজ দাস।

তৃণমূল মহিলাদের পদযাত্রা

প্রতিবেদন : ৯ ডিসেম্বর। আজ থেকে ঠিক ৮০ বছর আগে এদিনই সংবিধান রচনায় গণপরিষদের প্রথম বৈঠকের সূচনা হয়েছিল। সেই দিনটিকে স্মরণ করে আজ, মঙ্গলবার রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস পদযাত্রার ডাক দিয়েছে। শুরু হবে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস থেকে। যাবে ধর্মতলা পর্যন্ত। নেতৃত্বে থাকবেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী তথা মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

মা বকায় আত্মঘাতী ছাত্রী

সংবাদদাতা, বর্ধমান : মোবাইলে আসক্ত মেয়ে পড়াশোনায় অমনযোগী। বকাঝকা করেছিলেন মা। অভিমানে ঘরে রাখা ইঁদুরমারা বিষ খেয়ে আত্মঘাতী ছাত্রী। নাম বর্ষা সাঁতরা (১৪)। গ্রামডিহি কালিপদ হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ছিল বর্ষা। বাড়ি ভাতার থানার গ্রামডিহি গ্রামে।

বাঁকুড়ার দশরথবাটি গ্রামে শ্রদ্ধায় শেষকৃত্য হনুমানের

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : মৃত হনুমানের প্রতি মানবিকতার ছোঁয়া। পূর্ণ সম্মানেই হল শেষকৃত্য। চোখে জল গ্রামবাসীদের। বাঁকুড়া জেলার সিমুলিয়া দশরথবাটি গ্রামে। একটি হনুমান দূর-অঞ্চল থেকে এসে গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে ছিল বাঁকুড়ার দশরথবাটি গ্রামে। অসহায় অবস্থায় তাকে দেখতে পেয়ে গ্রামেরই এক যুবক শুভেন্দু পালিত কাঁধে করে তুলে নিয়ে যান পিরবাবার আস্তানার সামনে। সেখানে শুরু হয় চিকিৎসা। গ্রামের সবাই মিলে দিনভর চেষ্টা চালান হনুমানটিকে বাঁচানোর। কিন্তু গতকাল রাতে মারা যায় সে। তারপরই একজন মানুষ মারা গেলে যে নিয়মে শেষকৃত্য হয়, সেই রীতি মেনে শেষকৃত্য হয়। গ্রামের মহিলারাও অংশ নেন শেষ যাত্রায়। নাম সঙ্কীর্তনের মধ্যে দিয়ে অত্যন্ত ভক্তি ও সম্মানের সঙ্গে হনুমানটিকে নিয়ে যাওয়া হয় সমাধিস্থ করার জন্য। শেষকৃত্যের মুহূর্তে অনেকের চোখেই জল। কেউ কেউ বললেন, ও-ও তো দেবতা, ওর শেষটাও দেবতার মতোই হওয়া উচিত!

১০
৯ ডিসেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

9 December, 2025 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

তিন জেলায় শিল্পে ছয় হাজার কোটি বিনিয়োগ

মঞ্চে চন্দ্রনাথ সিংহ, মানসরঞ্জন ভুঁইয়া, শ্রীকান্ত মাহাতো, রাজেশ পাণ্ডে প্রমুখ। সোমবার।

সংবাদদাতা, কোলাঘাট : ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে এবার রাজ্যে বিপুল বিনিয়োগের ঘোষণা। পশ্চিমবঙ্গের তিন জেলায় মোট ছয় কোটি টাকা বিনিয়োগের ঘোষণা হল সোমবার। এদিন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাটে উদ্যোগপতিদের নিয়ে 'সিনার্জি অ্যান্ড বিজনেস ফেসিলিটেশন কনক্লেভ' অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ছয় হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের ঘোষণা করেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। বলেন, যে জেলায় যে কাঁচামাল সহজলভ্য, সেই শিল্পের ওপরেই মূলত জোর দেওয়া হচ্ছে। শিল্পোদ্যোগীদের পাশে সরকার সবসময় রয়েছে এবং ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত সমস্যাও দূর করা হবে। গ্রামবাংলার অর্থনীতিকে মজবুত করা এবং কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যেই জেলায় জেলায় এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এদিন চন্দ্রনাথ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, ক্ষুদ্র শিল্প দফতরের সচিব রাজেশ পাণ্ডে, তিন জেলার জেলাশাসক, জেলা পুলিশ আধিকারিক ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

মেদিনীপুরে শুরু ইভিএম চেকিং

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে শুরু হয়েছে বিশেষ ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন। তবে ভোটার তালিকায় সংশোধনের ঠিক শেষ পর্বেই শুরু হল ইভিএম মেশিন পরীক্ষার কাজ। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি জেলায় শুরু হয়ে গিয়েছে এই প্রক্রিয়া। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে ইভিএম মেশিনের প্রাথমিক পর্বের পরীক্ষা। জেলায় তিনটি মহকুমা। তিনটিতেই ইভিএম পরীক্ষার ক্যাম্প করা হচ্ছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। প্রথমে ৯ থেকে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে খড়্গপুর মহকুমা কার্যালয়ে, সকাল ৮টা থেকে চলবে বিকেল পর্যন্ত। জেলা কালেক্টরেট অফিসে ১৯ তারিখ থেকে ২৬ তারিখ পর্যন্ত। ঘাটাল মহাকুমা কার্যালয়ে ২৭ তারিখ থেকে ৩১ পর্যন্ত চলবে কাজ। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সেগুলিকে ভোটের জন্য প্রস্তুত করা হবে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি ভিডিও রেকর্ডিং এবং ওয়েব কাস্টিংয়ের মধ্যে হবে। লাইভ ওয়েবকাস্টিং ইলেকশন কমিশনারের দফতরেও পৌঁছে যাবে।

২০২৬ সালকে পাখির চোখ করে দলকে আরও সংগঠিত ও শক্তিশালী করে তুলতে পূর্ব বর্ধমান সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে কর্মিসভা আয়োজিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, বিধায়ক খোকন দাস, তন্ময় সিংহরায়, ইন্তেখাব আলাম ও স্থানীয় নেতৃত্ব।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় দুটি অঞ্চলের সংযোগকারী পাকা রাস্তার কাজের সূচনা করলেন ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন। ইটাহার থানার দুর্লভপুর লাইন বাজার সংলগ্ন রোড থেকে ইটাহার তেঁতুলতলা রাজ্য সড়ক পর্যন্ত ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকায় পিচের রাস্তার কাজ সূচনা করেন মোশারফ। অনুষ্ঠানে ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা সরকার, সহসভাপতি মজিবুর রহমান, জেলা পরিষদের দুই কর্মাধ্যক্ষ কার্তিক দাস ও সুন্দর কিস্কু, দুই অঞ্চলের প্রধান ও জনপ্রতিনিধিরা।

প্রকৃতি আর সংস্কৃতির টানে ঝাড়গ্রামে এসে ভিড় করছেন বিদেশি পর্যটকরা

দেবব্রত বাগ • ঝাড়গ্রাম

মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের জেলা ঝাড়গ্রামে বিদেশি পর্যটকের ভিড়, জঙ্গলমহলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও লোকসংস্কৃতির টানে মুগ্ধ বিশ্ব। জঙ্গলমহলের সবুজ অরণ্য, বেলপাহাড়ির পাহাড়-ঝরনা আর আদিবাসী সংস্কৃতির টানে বিদেশি পর্যটকদের আগমন বাড়ছে ঝাড়গ্রামে। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৯ বছরের যুবক মিলাস এসে এই জেলার সৌন্দর্য, শিল্পকলা ও লোকঐতিহ্যকে নতুন চোখে দেখলেন। বন্ধুর বাড়িতে উঠেই তিনি পৌঁছে যান শহরের ঘোড়াধরা এলাকার সুপরিচিত শিল্পী সুবীর বিশ্বসের 'স্বর উড়ান' শিল্পকেন্দ্রে। সুবীরের টেরাকোটা শিল্প ও হাতের কাজ দেখে মুগ্ধ মিলাস ব্যাগ থেকে গিটার বের করতেই জমে ওঠে দুপুরের আড্ডা। শিল্পকেন্দ্রে বসেই বাজিয়ে দেন সুরের তালে তালে বিদেশি ছন্দ। সুবীর বলেন, ভাবতেই পারিনি মিলাস এতটা আনন্দ পাবে। অনেকক্ষণ গল্প আর গান বাজনায় ভরে ওঠে পরিবেশ। পরের দিনও মিলাস আসেন সুবীরের বাড়িতে। চানাচুর আর শসা মুড়ি দিয়ে জলখাবার খান। বাংলার সহজ-সরল আতিথ্য তাঁকে ছুঁয়ে যায়। আগামী বছরই বাবা-মা ও দিদিকে নিয়ে আসতে চান। ঝাড়গ্রাম ট্যুরিজম-এর কর্ণধার সুমিত দত্ত জানান, সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে ঝাড়গ্রামের প্রকৃতি, লোকসংস্কৃতি ও জনজাতি জীবনের আকর্ষণ দেশ-বিদেশে পৌঁছে গিয়েছে। এখানকার নাচ, গান, ভাষা—বিদেশি পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়। তাই দার্জিলিং, শান্তিনিকেতনের পাশাপাশি এখন ঝাড়গ্রামও বিদেশি পর্যটকদের পছন্দের তালিকায়। গত কয়েক বছর ধরে আমেরিকা, জামানি, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া সহ বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকরা এসেছেন ঝাড়গ্রামে। কেউ গবেষণা করতে, কেউ স্লো-ট্রাভেল অভিজ্ঞতা নিতে, আবার কেউ প্রকৃতির টানে। ২০২৩-এ জার্মানির মিউনিখ থেকে ১১ জনের একটি দল এসে দুই দিন ধরে ঘুরে দেখেছিলেন রাজবাড়ি, বেলপাহাড়ির পাহাড়-ঝরনা এবং আদিবাসী লোকসংস্কৃতির নানা রূপ। একই বছর কোলন থেকে এক স্লো ট্রাভেলার মোটরবাইক নিয়ে ঘুরে যান। নভেম্বরের ১ তারিখ পশ্চিম ইংল্যান্ডের প্রাক্তন মেয়র টিম বোলস সস্ত্রীক রাজবাড়িতে রাত কাটান। কাঁকড়াঝোড়, গাড়রাশিনি পাহাড়, খাঁন্দারানি লেক ঘুরে শেষে স্থানীয় রেস্তোরাঁয় বাঙালি খাবারের স্বাদ নেন।

শিল্পী সুবীর বিশ্বাসের বাড়িতে অস্ট্রেলিয়ার মিলাস।

নদিয়া জেলার রানাঘাট ১বি ব্লকের সমস্ত বিএলএ ২ এবং দলের নেতা ও কর্মীদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করলেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

দীর্ঘক্ষণ রেলগেট বন্ধ থাকায় রেল অবরোধ বর্ধমানের তালিতে

সংবাদদাতা, বর্ধমান : জাতীয় সড়কের উপর গুরুত্বপূর্ণ রেলগেট নানা অজুহাতে দীর্ঘক্ষণ বন্ধ করে রাখা হয়। এই অভিযোগে প্রায় আধ ঘণ্টা রেল অবরোধ করলেন তালিত এলাকার বাসিন্দারা। আচমকা অবরোধে তীব্র যানজটে আটকে পড়ে একাধিক যানবাহন, অ্যাম্বুল্যান্সও। রেলগেট অবরোধের খবর পেয়েই চলে আসেন রেলের আধিকারিকরা। অবরোধে বর্ধমান-আসানসোল ও বর্ধমান-রামপুরহাট সেকশনের একাধিক লোকাল ও দূরপাল্লার ট্রেন আটকে পড়ে। প্রায় ২৭ মিনিট অবরোধ চলার পর রেলের আধিকারিকদের আশ্বাসে ওঠে অবরোধ।

রেল পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ১২.৩৭টা থেকে ১.৪৪টা পর্যন্ত বন্ধ ছিল রেলগেট। ১.৩৩টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত রেল অবরোধ করেন স্থানীয়রা। উল্লেখ্য, বর্ধমান-সিউড়ি এই রোডে তালিত রেলগেটের এই

সমস্যার সমাধানের জন্য ইতিমধ্যেই ফ্লাইওভার তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু সেই কাজ ঢিমেতালে চলছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। কিছুদিন আগে বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভার সাংসদ কীর্তি আজাদ এই ফ্লাইওভার তৈরির কাজ খতিয়ে দেখেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মধ্যপ্রদেশে আত্মসমর্পণ করল ৪ মহিলা-সহ ১০ মাওবাদী নেতা ও কর্মী। এদের মধ্যে আছে মোস্ট ওয়ান্টেড কমান্ডার কবীর। ১০ জনের সব মিলিয়ে মাথার দাম ছিল ২.৩৬ কোটি

দিল্লি দরবার

‘সারে’ এত তাড়াহুড়ো কেন? আজ সংসদে জবাব চাইবে বিরোধীরা

নয়াদিল্লি: তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিরোধী শিবিরের দাবির কাছে নতিস্বীকার করে আজ, মঙ্গলবার সংসদে শুরু হবে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর ইস্যুতে আলোচনা। সংসদের বিষয় উপদেষ্টা কমিটি বা বিএসি-তে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথমে লোকসভায় করা হবে এই আলোচনা। এর পরে বুধবার এই আলোচনা করা হতে পারে রাজ্যসভায়। দুই কক্ষেই ১০ ঘণ্টা ধরে করা হবে এই আলোচনা। আনুষ্ঠনিক ভাবে এই আলোচনার নাম রাখা হয়েছে নির্বাচনী সংস্কার। মঙ্গলবার লোকসভায় এসআইআর নিয়ে আয়োজিত সংসদীয় বিতর্কে তৃণমূলের তরফে বক্তব্য রাখবেন বর্ষীয়ান সাংসদ ও আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লোকসভায় দলের উপনেতা শতাব্দী রায়। বাংলায় কেন তড়িঘড়ি এসআইআর পরিচালনা করা হচ্ছে? এই প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি এসআইআর আতঙ্কে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হওয়া দুর্ভাগ্যজনক আত্মহত্যা এবং অতিরিক্ত কাজের চাপে বিএলও-দের আত্মহননের ঘটনাও লোকসভায় তুলে ধরবেন দুই তৃণমূল সাংসদ। এই প্রসঙ্গেই সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার এবং জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে চেপে ধরবেন তৃণমূল সাংসদরা।

মঙ্গলবারই রাজ্যসভায় শুরু হবে বন্দে মাতরম্ সংক্রান্ত বিশেষ আলোচনা। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে রাজ্যসভায় বন্দেমাতরম ইস্যুতে বক্তব্য রাখবেন দলের বর্ষীয়ান সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায় এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

পয়লা বৈশাখকেই মর্যাদা দেওয়া হোক পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠাদিবসের

নয়াদিল্লি: পয়লা বৈশাখকে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠাদিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। সোমবার রাজ্যসভায় এই দাবিতে সরব হলেন তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মনে করিয়ে দেন, এই মর্মে আগেই প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়। পয়লা বৈশাখকে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠাদিবসের মর্যাদা দেওয়ার পক্ষে রীতিমতো আবেগময় ভাষায় সওয়াল করেন ঋতব্রত। তাঁর কথায়, ৫০০০ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষ এখানে এসেছিলেন। আমাদের ধমনীতে তাই ৫০০০ বছরের ডিএনএ। ২০০০ বছরের ভাষা, ১২০০ বছরের লিখিত ইতিহাস। বাংলা মানে ইউরোপের বাইরে প্রথম নবজাগরণ। বাংলা মানে যুক্তিনিষ্ঠ ভাবনা। এই প্রসঙ্গে বিশ্বকবিকে স্মরণ করে ঋতব্রত বলেন, রবীন্দ্রনাথই প্রথম অশ্বেতকায় মানুষ যিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। অথচ অপমান করা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বাংলাভাষাকেই। বলা হচ্ছে বাংলাদেশি ভাষা। স্পষ্ট ইঙ্গিত নিজেপির দিকেই। বলেন, হয় ইংরেজিতে বিলের নাম রাখুন, না হয় হিন্দিতে। হিংলিশ কেন ব্যবহার করছেন? একটা কাজ করতে পারেন। সামনেই বাংলার বিধানসভা নির্বাচন আসছে। আপনারা এই বিলের নাম বাংলাতেও রাখতে পারেন। এই প্রসঙ্গেই বাংলার জনমুখী প্রকল্পগুলির সুফল তুলে ধরেন সাকেত গোখেল। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি মেনে দীর্ঘদিন পরে কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্যবিমার উপর থেকে জিএসটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে, সাফ জানান তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখেল। এই প্রসঙ্গেই বাংলার স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুফল তুলে ধরেন সাকেত গোখেল। কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ্মান ভারতের তুলনায় স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প কতটা বেশি কার্যকর, পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান সাকেত গোখেল। এই প্রসঙ্গেই সাকেতের দাবি, সেসের নাম করে আসলে বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির সঙ্গে প্রতারণা করবে মোদি সরকার।

বাংলার বকেয়ার দাবিতে বিক্ষোভ সংসদ চত্বরে

বিরোধীদের কণ্ঠরোধের চক্রান্ত বিজেপির রাজ্যসভায় তীব্র প্রতিবাদ তৃণমূলের

সুদেষ্ণা ঘোষাল • নয়াদিল্লি

বিরোধী শিবিরের সাংসদদের কণ্ঠরোধ করার চক্রান্ত থেকে এক বিন্দুও সরে আসেনি মোদি সরকার। অন্যান্য অধিবেশনের মতো সংসদের চলতি শীতকালীন অধিবেশনেও একই পদ্ধতিতে এই চক্রান্ত করা হচ্ছে, বারবার বিরোধী শিবিরের সাংসদদের কণ্ঠরোধ করে। সোমবার রাজ্যসভা কক্ষে দাঁড়িয়ে এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও’ব্রায়েন। রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যানকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে সোমবার ডেরেক বলেন, কোনও সাংসদ সংশ্লিষ্ট বিলের বাইরে গিয়ে বক্তব্য রাখার চেষ্টা করলে তাঁকে আপনি বাধাদান করতেই পারেন। আপনার পূর্ণ অধিকার আছে। ‘হেলথ সিকিউরিটি সে ন্যাশনাল সিকিউরিটি সেস’ বিলে ‘জাতীয় নিরাপত্তা’ শব্দ দুটি অন্তর্ভুক্ত আছে। এখানে একজন সাংসদ পহেলগাঁও জঙ্গি হামলা এবং দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনা নিয়ে বক্তব্য রাখতেই পারেন। ন্যাশনাল সিকিউরিটি বা জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনস্থ বিষয়। এই বিষয় নিয়ে একজন সাংসদ সংসদে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখতেই পারেন। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও’ব্রায়েনকে সমর্থন জানান বিরোধী শিবিরের অন্যান্য সাংসদরাও। রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও’ব্রায়েনের সুরেই এদিন ‘হেলথ সিকিউরিটি সে ন্যাশনাল সিকিউরিটি সেস’ বিল নিয়ে সরকারকে লক্ষ্য করে তোপ দেগেছেন তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখেল। রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে সাকেত গোখেল কটাক্ষ করে

বাংলার বকেয়া নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদদের সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ। সোমবার

পার্লামেন্টের ডায়েরি

সৌগত রায় (লোকসভা)

চলতি বছরের দীর্ঘ ৫০ দিন ধরে দিল্লির দূষণ ভয়ঙ্কর আকার নিয়েছে। বাতাসের মান একিউআই ৪০১-এরও বেশি। নভেম্বরের ৩০ দিনের মধ্যে ২৭ দিনই দিল্লির বাতাসের মান খুবই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সরকারের ভূমিকা কী?

মিতালি বাগ (লোকসভা)

ভারতের বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের ঐতিহ্য তুলে ধরতে পর্যটন শিল্পের কোনও প্রতিনিধি দল ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল মার্কেটে অংশগ্রহণ করছে কি?

শতাব্দী রায় (লোকসভা)

প্রধানমন্ত্রী কুশল বিকাশ যোজনায় কর্মসংস্থানের হার লক্ষ্যমাত্রা থেকে এত কম কেন? শুধুমাত্র ২০১৫-১৬ এবং ২১-২২ সালে এই প্রকল্প নেওয়া হল কেন? কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য কী ব্যবস্থা নিয়েছে কেন্দ্র?

বাপি হালদার (লোকসভা)

অনুমোদনবিহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় থাকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২০১৪ থেকে মাত্র একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হয়েছে।

কীর্তি আজাদ (লোকসভা)

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও বাংলাকে ধ্রুপদি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। শেষপর্যন্ত গত অক্টোবরে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে এ-ব্যাপারে।

ইউসুফ পাঠান (লোকসভা)

নবোদয় বিদ্যালয় সমিতিতে এখনও ২৫ শতাংশ শিক্ষকপদ খালি। অথচ চুক্তিভিত্তিক কর্মীর সংখ্যা ২০১৪ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ৫৭ শতাংশ বেড়েছে।

অরূপ চক্রবর্তী (লোকসভা)

এমএসএমিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে শূন্যতা দেখা দিয়েছে তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুললেই তা এড়িয়ে যাচ্ছে কেন্দ্র।

খলিলুর রহমান (লোকসভা)

এনআইআরএফ র‍্যাঙ্কিংয়ের ব্যাপারে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি নয় কেন্দ্র।

পার্থ ভৌমিক (লোকসভা)

১৪ বছরের নিচে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা দেশে কত? তথ্য দিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার।

রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় (লোকসভা)

নথিভুক্ত ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য ঋণদাতা সংস্থা, যেগুলির ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গাইডলাইন প্রযোজ্য সেগুলির ব্যাপারে কোনও প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে না সরকার।

শর্মিলা সরকার (লোকসভা)

কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের কিনা মাত্র ৩৬ শতাংশ গাড়ি পরিবেশবান্ধব ইভি।

সায়নী ঘোষ (লোকসভা)

ভারতীয় অর্থনীতির ডিমনিটাইজেশন নিয়ে কেন্দ্র কোনও সমীক্ষা চালাচ্ছে না কেন? কী লুকোতে চাইছে তারা?

দীপক অধিকারী (দেব) (লোকসভা)

মধ্যপ্রদেশে সরকারি স্কুলগুলিতে মেয়েদের টয়লেটের প্রতি ১০টির মধ্যে একটি অকেজো।

আবু তাহের খান (লোকসভা)

বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির গত ৫ বছরে মোট ৬,১৫,৬৪৭ কোটি ঋণ হিসেব থেকে মুছে দিয়েছে।

সাজদা আহমেদ (লোকসভা)

জিএসটি হার কমানোর ক্ষেত্রে কোনওরকম সমীক্ষার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে সরকার কোনও উত্তর দিচ্ছে না।

প্রতিমা মণ্ডল (লোকসভা)

স্বদেশ দর্শন এবং প্রসাদ প্রকল্প থেকে গঙ্গাসাগর মেলাকে বাদ দেওয়া হল কেন?

জগদীশ চন্দ্র বাসুনিয়া (লোকসভা)

ইন্ডিয়ান ট্যুরিজম ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের হোটেলগুলি থেকে যে ১০টি সরকারি সংস্থার অফিস চলে তার ভাড়া বাবদ বাকি পড়েছে ২৩.৩১ কোটি টাকা।

কালিপদ সোরেন খেরওয়াল (লোকসভা)

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলিতে অনুমোদিত পদের ১৮ শতাংশ এখনও শূন্য কেন?

জুন মালিয়া ও মহুয়া মৈত্র (লোকসভা)

প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনায় গত ৫ বছরে নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্টের সংখ্যা কত? বছর ও রাজ্যভিত্তিক হিসেব দিক কেন্দ্র। মহিলাদের কত অ্যাকাউন্ট এভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছে? কারণটাই বা কী?

মমতাবালা ঠাকুর (রাজ্যসভা)

মতুয়া শরণার্থী এবং হিন্দু নাগরিকদের এসআইআরের নামে ভারত থেকে কি বিতাড়নের পরিকল্পনা করছে কেন্দ্র?

সাগরিকা ঘোষ (রাজ্যসভা)

পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সুলভমূল্যে আবাসন গড়ার কোনও পরিকল্পনা কেন্দ্রের আছে কি? প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ৪৭ শতাংশ বাড়ি তো ফাঁকা পড়ে আছে।

দেশ বিদেশ

9 December, 2025 • Tuesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রেমের টানে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করতে গিয়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে ধরা পড়ল প্রশান্ত বেদম। বিকানের সীমান্তের কাছে। পাকিস্তানের জেলে থাকার সময় প্রেমে পড়েছিল এক তরুণীর। তারই টানে সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টা

ট্রাম্পের মধ্যস্থতাকে উপেক্ষা, ফের থাইল্যান্ডে হামলা চালাল কম্বোডিয়া

নম পেন: সরাসরি অমান্য করা হল ট্রাম্পের মধ্যস্থতা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট শান্তিচুক্তিতে সই করিয়েছিলেন কম্বোডিয়া এবং থাইল্যান্ডকে। কিন্তু সেই শান্তিচুক্তি কার্যত উপেক্ষা করে চুক্তি ভেঙে কম্বোডিয়া এবং থাইল্যান্ড পরস্পরের উপর হামলা চালাল। থাইল্যান্ডের অভিযোগ, বিনা প্ররোচনায় আচমকাই হামলা চালিয়েছে কম্বোডিয়া। অনুপং সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে মর্টার ছুঁড়েছে তারা। সোমবার কম্বোডিয়ার আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে এক থাইসেনার। গুরুতর জখম হয়েছেন

৭ সেনা। থাইসেনার অভিযোগ, ভোর ৩টে নাগাদ আচমকাই হামলা চালিয়েছে কম্বোডিয়া। সীমান্ত থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সাধারণ মানুষকে। থাইল্যান্ডের অভিযোগ অবশ্য সরাসরি অস্বীকার করেছে কম্বোডিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। তাদের পাল্টা অভিযোগ, ভোর ৫টা নাগাদ আসলে হামলা চালিয়েছে থাইসেনাই। লক্ষণীয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই ২ দেশের মধ্যে বিরোধ দীর্ঘদিনের। চলতি বছরে তা চরম আকার নেয়। গত অক্টোবরে মালয়েশিয়া সফরে গিয়ে দু'দেশের মধ্যে শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করান মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেই চুক্তিই ভঙ্গ হল এবারে। পরস্পরের ঘাড়ে দোষ চাপাল দুই দেশ।

কৌশলগত সম্পর্ক বজায় রাখতে ভারত সফরে শীর্ষ মার্কিন কূটনীতিক অ্যালিসন

নয়াদিল্লি : বরফ গলছে? কাটছে সম্পর্কের শৈত্য? ভারত ও আমেরিকার মধ্যে যখন দিল্লির উপর চাপানো ৫০ শতাংশ শাস্তিমূলক শুল্কের কারণে সম্পর্ক কিছুটা তিক্ত, ঠিক সেই সময়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন মার্কিন প্রশাসন দ্বিপাক্ষিক আলোচনার জন্য তাদের শীর্ষ কর্মকর্তাদের একজনকে ভারতে পাঠিয়েছে। এই পদক্ষেপটি এমন এক সময় নেওয়া হল যখন দুই পক্ষ একটি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছে, যা রাজনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্ককে সঠিক পথে রাখার একটি প্রচেষ্টা বলে মনে হচ্ছে। মার্কিন দূতাবাস জানিয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডার সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স অ্যালিসন হুকার ৭ থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নয়াদিল্লি এবং বেঙ্গালুরু সফর করবেন। দূতাবাস থেকে আরও জানানো হয়েছে, ''আন্ডার সেক্রেটারি হুকারের সফরের মূল লক্ষ্য হল মার্কিন-ভারত কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ককে আরও গভীর করা, যার মধ্যে আমেরিকান রফতানি বৃদ্ধি এবং উদীয়মান প্রযুক্তি, যেমন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও মহাকাশ অনুসন্ধানে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।'' নয়াদিল্লিতে আন্ডার সেক্রেটারি হুকার ভারতের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে দেখা

কাটছে সম্পর্কের শৈত্য?

করবেন এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে অভিন্ন অগ্রাধিকার নিয়ে আলোচনা করবেন। এর মধ্যে পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিসরি-র সাথে ফরেন অফিস কনসালটেশনও রয়েছে। বেঙ্গালুরুতে তিনি ইসরো পরিদর্শন করবেন এবং ভারত-মার্কিন গবেষণা অংশীদারিত্বে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে এবং বর্ধিত সহযোগিতার সুযোগ অন্বেষণ করতে ভারতের গতিশীল মহাকাশ, জ্বালানি এবং প্রযুক্তি খাতের নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করবেন। আন্ডার সেক্রেটারি হুকারের এই সফরটি একটি শক্তিশালী মার্কিন-ভারত অংশীদারিত্ব এবং একটি মুক্ত ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিকের জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অগ্রাধিকারগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে আরও একটি পদক্ষেপ। নয়াদিল্লি ওয়াশিংটনের প্রতি তাদের অবস্থানে সমন্বিত ছিল, কারণ বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর শনিবার বলেছিলেন যে ট্রাম্প প্রশাসনের কার্যকারিতা মূলত ভিন্ন এবং তিনি বিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি অর্জন করা সম্ভব। জয়শঙ্কর বলেছেন যে এই সম্ভাব্য বাণিজ্য চুক্তি শীঘ্রই হতে পারে, যদিও তিনি কৃষক, শ্রমিক এবং ছোট ব্যবসার স্বার্থরক্ষার জন্য আলোচনার ক্ষেত্রে ভারতের রেড লাইন পুনর্ব্যক্ত করেছেন। জয়শঙ্কর আরও বলেন, প্রত্যেক সরকার এবং প্রত্যেক আমেরিকান প্রেসিডেন্টের বিশ্বের কাছে যাওয়ার নিজস্ব উপায় রয়েছে। আমি আপনাকে জানাতে পারি যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ক্ষেত্রে, এটি তাঁর পূর্বসূরির থেকে মূলত ভিন্ন। আন্ডার সেক্রেটারি হুকারের এই সফর এমন এক সময়ে এল যখন নয়াদিল্লি এবং ওয়াশিংটন সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় সহযোগিতা করতে একজোট হয়েছে।

অভিষেকের প্রশ্নে অস্বস্তিতে কেন্দ্র

পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষার প্রশ্নে কার্যত নীরব মোদি সরকার

নয়াদিল্লি : ২০২১ সাল থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে দেশে নথিভূক্ত পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কত? কেন্দ্রের কাছে রাজ্যভিত্তিক হিসেব চাইলেন তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রশ্ন, এটা কি সত্যি বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের বিভিন্ন জায়গায় আটকে রাখা হচ্ছে এবং তাঁরা ভাষাগত কারণে অন্য রাজ্যে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন? যদি তা হয়, তবে তার বিস্তারিত হিসেব দিক কেন্দ্রীয় সরকার। সেই সঙ্গে তারা জানাক, পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ করতে এবং তাঁদের সুরক্ষিত রাখতে কী ব্যবস্থা নিচ্ছে কেন্দ্র? একই প্রশ্ন লোকসভায় কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর কাছে জানতে চান তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। অভিষেকের প্রশ্নে স্পষ্টতই গভীর অস্বস্তিতে পড়ে যায় কেন্দ্র। শ্রমদফতরের প্রতিমন্ত্রী আইন অনুযায়ী পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষার প্রশ্নে কার্যত নীরব থাকেন। সদুত্তর মেলেনি এই প্রশ্নের।

বাস্তবের সঙ্গে বিস্তর ফারাক কেন্দ্রের তথ্যে

নয়াদিল্লি : মালা রায়ের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিছুই জানাতে পারলেন না সুস্পষ্টভাবে। শুধুই তথ্য, বাস্তবের সঙ্গে যার দূরত্ব অনেকটাই। বিগত পাঁচ বছরে ভারতে মাথাপিছু বার্ষিক নিট জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থ রাষ্ট্রমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরি লোকসভায় পেশ করা তথ্যে জানিয়েছেন, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে আয়ে সামান্য পতন ঘটলেও, পরবর্তী বছরগুলিতে তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মালা রায়ের প্রশ্নের উত্তরে প্রতিমন্ত্রী দেশের মাথাপিছু আয়ের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমান টাকার মূল্যে এই আয়ের পরিমাণ: ২০২০-২১ সালে দেশের মাথাপিছু নিট জাতীয় আয় ছিল ১,২৭,২৪৪ টাকা। এটি ছিল পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় -৩.৯ শতাংশ হ্রাস। তবে, ২০২১-২২ সালে এই ধারায় বড় পরিবর্তন আসে। এই সময়ে আয়ে ১৮.৬ শতাংশের বড় বৃদ্ধি ঘটে এবং তা বেড়ে দাঁড়ায় ১,৫০,৯০৬ টাকা। ২০২২-২৩ সালে মাথাপিছু আয় আরও বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১,৬৯,১৪৫ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১২.১ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ সালে তা আরও বেড়ে ১,৮৮,৮৯২ টাকা হয়, যা ১১.৭ শতাংশ বৃদ্ধি নির্দেশ করে। সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ সালে মাথাপিছু আয় ২,০৫,৩২৪ টাকা হবে, যা আগের বছরের তুলনায় ৮.৭ শতাংশ বেশি।

শেয়ার বাজারে দু'মাসে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি হল সোমবার

নয়াদিল্লি: ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভের আসন্ন বৈঠকের আগে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে অস্থিরতার কারণে ভারতীয় শেয়ারবাজার সোমবার গত দুই মাসের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ সেশন দেখেছে। এই দিনে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের টানা পুঁজি প্রত্যাহার অব্যাহত ছিল। ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের নিফটি ৫০ সূচক ০.৮৬ শতাংশ কমে ২৫,৯৬০.৫৫ পয়েন্টে বন্ধ হয়েছে, এবং বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সেনসেক্স সূচক ০.৭১ শতাংশ কমে ৮৫,১০২.৬৯ পয়েন্টে নেমে আসে। গত ২৬ সেপ্টেম্বরের পর এটিই ছিল উভয় সূচকের একদিনে সবচেয়ে বড় পতন। এই সেশনে মোট ১৬টি প্রধান খাতের সবক'টিতেই পতন দেখা যায়। বৃহৎ বাজারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট মিড-ক্যাপ এবং স্মল-ক্যাপ সূচকগুলি আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যথাক্রমে ১.৮ শতাংশ এবং ২.৬ শতাংশ হারিয়েছে। ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড-এর তথ্য অনুযায়ী, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ডিসেম্বরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের স্থানীয় স্টক বিক্রি করেছেন।

গোয়ার নাইট ক্লাবের অগ্নিকাণ্ডে মৃত বাংলার সুভাষ

সাসপেন্ড তিন সরকারি আধিকারিক

গোয়া: গোয়ার নাইট ক্লাবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারিয়েছেন বাংলার ২৪ বছরের যুবক সুভাষ ছেত্রী। বাড়ি বাগডোগরায়। অগ্নিকাণ্ডে মৃত ২৫ জনের মধ্যে ২০ জনই ওই ক্লাবের কর্মী। সুভাষ দু'বছর আগে শেফ হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন নাইট ক্লাবে। বাকি পাঁচজন নাইট ক্লাবে আসা অতিথি ছিলেন বলেই প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। আগুনে ঝলসে মৃত কর্মীদের মধ্যে ৪ জন ছিলেন কর্নাটক, দিল্লির। ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, নেপালের বাসিন্দা মোট ৯ জন কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে চারজন দিল্লির বাসিন্দা ছিলেন। এই ঘটনার জন্য নাইট ক্লাব কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র ছিল না নাইট ক্লাব চালানোর জন্য। ফলে বেআইনিভাবেই নাইট ক্লাবটি চলছিল বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, আরপোরার ওই নৈশক্লাব থেকে বার হওয়ার জন্য ছিল মাত্র দু'টি দরজা। আগুন লেগেছে দেখার পরেই সেখানে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। শনিবার রাতে যখন আগুন লাগে, তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ১০০ জন অতিথি। এই ঘটনায় তিনজন সরকারি আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়েছে। লুকআউট নোটিশ জারি করা হয়েছে ক্লাবের মালিকের বিরুদ্ধে। পঞ্চায়েত দফতরের পরিচালক সিদ্ধি তুষার হারলঙ্কর, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সদস্য-সচিব ড. শামিলা মনতেইরো এবং আরপোরা-নাগোয়ার গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব রঘুবীর বাগকর, এই তিন আধিকারিকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। এই তিন জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০২৩ সালে 'বির্চ বাই রোমিও লেনে' নামে ওই নাইট ক্লাবটির অনুমোদনের ক্ষেত্রে তাঁরা সঠিক নিয়ম মানেননি। পুলিশ ইতিমধ্যেই স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান রোশন রেদকরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

একটা-দুটো নয়। একটার পর একটা! এই পৃথিবী থেকে ৬২৫ আলোকবর্ষ দূরে অনবরত এমন শত শত চাঁদ তৈরি হয়ে চলেছে! মহাশূন্যের এ এক গূঢ় রহস্য। সম্প্রতি তা খুঁজে বার করেছেন আমেরিকার বিজ্ঞানীরা

মাংসখেকো গাছেরা

সানডিউ বা সূর্যশিশির

গাছ আবার শিকার করে! মাংস খায়! শুনতে অদ্ভুত শোনালেও বিশ্বে এমন বহু বিস্ময়কর বস্তু রয়েছে। এমন ভয়ঙ্কর অথচ বিরল উদ্ভিদেরা রয়েছে যারা নিজেরা শিকার করে খায়। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

গাছ আবার মানুষখেকো! এমন হয় নাকি। আসলে মানুষখেকো গাছ সত্যি আছে কি না তার প্রমাণ মেলেনি কিন্তু মাংসখেকো গাছ আসলেই রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জঙ্গল ঘেঁটে এমন প্রায় ৪৫০ প্রজাতির গাছের সন্ধান মিলেছে, যারা সালোকসংশ্লেষের পাশাপাশি নানা ফাঁদের সাহায্যে কীটপতঙ্গ, ছোট ছোট প্রাণীর মাংস খায়। বেঁচে থাকার তাগিদে গাছেরা মাটি থেকে জল এবং বিভিন্নরকম খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করে। সূর্যের উপস্থিতিতে গাছেরা এই সব উপাদানের সঙ্গে কার্বন-ডাই-অক্সাইড মিলিত হয়ে গাছের বাড়-বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় খাবার তৈরি করে। গাছের জীবনধারণের জন্য জল, আলো, বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়াও একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল নাইট্রোজেন। সেই জন্য নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ মাটিতে গাছ খুব ভাল হয়। কিন্তু সব গাছ মাটি থেকে অন্য উপাদান পেলেও নাইট্রোজেন পায় না। যেমন এই মাংসাশী উদ্ভিদেরা। তারা যেহেতু ভেজা, স্যাঁতসেঁতে নিচু জলাভূমিতে হয় সেই মাটিতে নাইট্রোজেন খুব কম থাকে। তাই বেঁচে থাকার জন্য এই সব উদ্ভিদ অন্য একটি পদ্ধতিতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। বিভিন্ন প্রাণীকে ফাঁদে ফেলে আটকায় এবং এইসব প্রাণী মারা যাওয়ার পর তাদের মৃতদেহ থেকে খনিজ উপাদান সংগ্রহ করে। মাংসাশী গাছেদের পাতারা তাদের এই বিষয়ে সাহায্য করে।

কোবরা লিলি

এই সব উদ্ভিদেরা যেহেতু চলাচল করতে পারে না সেহেতু তারা গায়ের সুমিষ্ঠ গন্ধ দিয়ে, নিজেদের গায়ের উজ্জ্বল রং দিয়ে পোকামাকড়দের আকর্ষণ করে। কোনও কোনও উদ্ভিদের পাতার চারপাশে ছোট মুক্তদানার মতো চকচকে আবরণে ঢাকা থাকে। এগুলো পোকামাকড়, প্রাণীদের আকৃষ্ট করে। দেখতে ভারি সুন্দর— কেমন যেন মায়াময়, অপূর্ব সুবাস, তাকিয়ে চোখ ফেরানো যায় না। কিন্তু সাবধান, ওখানেই লুকিয়ে রয়েছে যত বিপদ!

সূর্য শিশির বা সানডিউ

সাধারণত এই উদ্ভিদ আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে স্যাঁতস্যাতে পরিবেশে জন্মায় যার বৈজ্ঞানিক নাম 'ডোসেরা রোটানডিফোলিয়া'। এর পাতাগুলো ছোট আর গোলাকার লাল ও বেগুনি রঙের হয়, এতে চুলের মতো কর্ষিকা বা তন্তু থাকে। সেই তন্তুর মাথা থেকে চকচকে শিশিরবিন্দুর মতো আঠা বেরয়। ছোটখাটো কীটপতঙ্গ, পাখিরা অনায়াসে আটকে যায় সেই আঠায়। ব্যস আর রক্ষা নেই! কর্ষিকা গুটিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু ভয়ের বিষয় হল, সম্প্রতি বাঁকুড়ার জয়পুরের জঙ্গলে দেখা মিলেছে এই উদ্ভিদটির। আফ্রিকার কঙ্গোর জঙ্গল থেকে বাঁকুড়ার জয়পুর জঙ্গলের দূরত্ব কয়েক হাজার কিলোমিটার। কী করে পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর, আরব সাগর, নীলনদ, সিন্ধু নদ, গঙ্গা, যমুনা পেরিয়ে সেখানে পৌঁছল এই উদ্ভিদ? উদ্ভিদবিদদের মতে, কোনও ভাবে, কোনও ব্যক্তির লাগেজের সঙ্গে এখানে ডোসেরা রোটানডিফোলিয়া বা সূর্য শিশিরের কোনও বীজ চলে এসেছিল। আর তারপর অনুকূল পরিবেশ পেয়ে তা গজিয়ে উঠেছে। যেভাবেই হোক, তিনটি সাগর আর সপ্ত নদী ডিঙিয়ে আফ্রিকা থেকে এসে জনপ্রিয়তাও আদায় করে নিয়েছে। বাঁকুড়ার জয়পুর জঙ্গল মানেই এখন এই গাছটি দেখার ভিড়।

কলস উদ্ভিদ

জানেন কি পিচার প্ল্যান্ট বা কলস গাছের আশপাশে কোনও ব্যাঙ এলে গাছটি হতভাগা ব্যাঙটিকে ধরে গপ করে খেয়ে ফেলে? এটি ব্যাঙের সব হজম করে ফেলে, শুধু পা'দুটো হজম করতে পারে না। এই গাছটা দেখতে উজ্জ্বল লাল রঙের। ভিতরে ভর্তি সুমিষ্ট রস। ওই রস বা মধুর জন্যই পোকামাকড় পাগলের মতো ছুটে আসে। এই গাছে রয়েছে কলসির মতো লম্বা নল তাই এর অন্য নাম দণ্ড কলস। যখন পোকা বা কোনও প্রাণী ওই নলের মধ্যে দিয়ে মধু খাওয়ার চেষ্টা করে তখন কলসির মুখে থাকা ঢাকনা আপনিই বন্ধ হয়ে যায় আর পোকা আটকে যায়। আর গাছ ধীরে ধীরে খেয়ে ফেলে ওই মাংস। পাপুয়া নিউগিনি, অস্ট্রেলিয়া, মাদাগাস্কার, সিসিলিস, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জঙ্গলে এই গাছের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে।

ব্লাডারওয়র্ট

ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ

সবচেয়ে নামজাদা মাংসখেকো গাছ হল ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ। আমেরিকার উত্তর-দক্ষিণে দেখা মেলে এদের। এই উদ্ভিদের প্রতিটি পাতাই এক-একটি ফাঁদ। পাতার মাপ তিন থেকে ছয় ইঞ্চি যা দুটো ভাগে ভাগ করা থাকে। যখন সেই একটা ভাগে কোনও পোকা বসে তখন পাতার অন্য ভাগে সেই অনুভূতি যাওয়ামাত্র পোকাটি আটকে যায়। সেই সময় ওই তন্তুগুলো নিজেদের একে অপরের সঙ্গে বেঁধে ফেলে চারপাশ দিয়ে আর পোকাটি বেরতে পারে না। পাতার লালাগ্রন্থি থেকে লালা বেরিয়ে পোকামাকড় যাই থাক, গ্রাস করে নেয়। এরপর পোকাটাকে খেতে ওই পাতার সময় লাগে দশদিন। তারপর পাতা আবার খুলে যায় নতুন শিকারের আশায়।

ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ

কলস উদ্ভিদ

কোবরা লিলি

কোবরা লিলি বা ডার্লিংটোনিয়া ক্যালিফর্নিকা। ভয়ঙ্কর সুন্দর এই গাছটিকে দেখতে ঠিক ফণা তোলা গোখরো সাপের মতো। এই উদ্ভিদ মূলত উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া ও ওরিগন রাজ্যের ঠান্ডা ও স্যাঁতসেঁতে জলাভূমিতে জন্মায়। এদের স্বভাব সাপের মতোই আগ্রাসী। এক বিশেষ পদ্ধতিতে গাছের পাতার ভেতরের বিশেষ আলো দেখে পোকারা বুঝতে ভুল করে। পোকাগুলো আলোর দিকে যেতে থাকে। পোকারা ভাবে গাছের ভেতর থেকে তারা বাইরে বের হতে যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আরও বেশি আটকে যায়।

ব্লাডারওয়র্ট

ব্লাডারওয়র্ট উদ্ভিদটি জলেই জন্মায়। এর আর একটি নাম ইউট্রিকুলারিয়া। এদের পাতা দেখতে ঠিক পেয়ালা আকৃতির। সেই পাতা থেকে তৈরি ছোট ছোট থলির মতো একটা বস্তু যা ঠিক ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মতো কাজ করে। এটাই ফাঁদ। সেই ফাঁদের মুখে গ্রন্থি ও লোমযুক্ত প্যাঁচানো অ্যান্টেনার মতো গঠন থাকে। এই অ্যান্টেনা শিকারকে ফাঁদের দরজায় নিয়ে আসতে সাহায্য করে। শিকার কাছে এলেই ওই থলি দ্রুত খুলে যায় এবং শিকার ভেতরে ঢুকে পড়ে। দিয়ে সরু জলজ প্রাণীকে ফাঁদে ফেলে শিকার করে। খুব আগ্রাসী প্রকৃতির এই গাছ। বিশ্বজুড়ে এই উদ্ভিদের প্রায় ২২০টি ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি রয়েছে।

টি-২০ অভিষেকেই ৫৫ বলে ১১৪ নটআউট থেকে বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন বরোদার অমিত পাসি

৯ জনে খেলে হারল রিয়াল

১৯ বছর পর সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে জয়। সেল্টা ভিগো ফুটবলারদের উৎসব। বিধ্বস্ত ভিনিসিয়াস।

মাদ্রিদ, ৮ ডিসেম্বর : অ্যাটলেটিকো বিলবাওয়ের বিরুদ্ধে ড্রয়ের পর এবার সেল্টা ভিগোর কাছে ০-২ গোলে হার! লা লিগার খেতাবি দৌড়ে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচে লাল কার্ড দেখলেন রিয়ালের দুই ফুটবলার ফ্রান গার্সিয়া এবং আলভারো কারেরাস। এদিনের হারের পর, ১৬ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্টেই আটকে রইল রিয়াল। শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার (১৬ ম্যাচে ৪০ পয়েন্ট) সঙ্গে ব্যবধান বেড়ে হল চার পয়েন্ট।

এদিকে, ১৯ বছর পর রিয়ালের হোম গ্রাউন্ড স্যান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে জয়ের মুখ দেখল সেল্টা। ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট দেখিয়েছে রিয়াল। কিন্তু বিপক্ষ বক্সের সামনে গিয়ে বারবার খেই হারিয়েছেন কিলিয়ান এমবাপে, ভিনিসিয়াস জুনিয়াররা। প্রথমার্ধের খেলা গোলশূন্যভাবে শেষ হওয়ার পর, ৫৪ মিনিটে সুইস মিডফিল্ডার উইলিয়ট সুইডবার্গের গোলে এগিয়ে যায় সেল্টা। ১০ মিনিটে পরেই লাল কার্ড (দ্বিতীয় হলুদ কার্ড) দেখেন রিয়ালের লেফট ব্যাক গার্সিয়া।

১০ জনে হয়ে যাওয়ার পর ম্যাচ থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকেন এমবাপেরা। গোল শোধ তো দূরের কথা, উল্টে সংযুক্ত সময়ে দ্বিতীয় গোল হজম করে বসে রিয়াল। ৯২ মিনিটে রেফারির সঙ্গে তর্ক করে লাল কার্ড দেখেন কারেরাস। এক মিনিট পরেই রিয়ালের জালে ফের বল জড়ান সুইডবার্গ। ম্যাচের পর রেফারিকে তোপ দেগেছেন রিয়াল কোচ জাবি আলোন্সো। তাঁর সাফ কথা, এই ম্যাচে অনেক সিদ্ধান্তই আমাদের বিপক্ষে গিয়েছে। যেটা আমার ভাল লাগেনি। পাশাপাশি আমার দলও আজ সেরা ছন্দে ছিল না।

বাজবল-তোপের মাঝে নয়া বিতর্ক

অ্যাডিলেড, ৮ ডিসেম্বর : অ্যাসেজে আবার হেরে প্রবল চাপের মুখে পড়েছেন ব্রেন্ডন ম্যাকালাম। প্রশ্ন উঠছে তাঁর বাজবল নিয়েও। এমনকী ব্রিসবেনে হারের পর ইংল্যান্ড কোচ যে দলের অতিরিক্ত প্রস্তুতির কথা বলেছেন, তা নিয়েও তাঁকে তোপের মুখে পড়তে হয়েছে।

পারথে প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ড হেরেছিল দু'দিনে। ব্রিসবেনে দিন-রাতের দ্বিতীয় টেস্টে বেন স্টোকসরা হেরেছেন চারদিনে। যার অর্থ, ইংল্যান্ড প্রথম দুটি টেস্টের একটিতেও ম্যাচ পাঁচদিনে নিয়ে যেতে পারেনি। ফলে ম্যাকালামের বাজবল আবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে। একসময় ইংল্যান্ডের ভয়-ডরহীন ক্রিকেট সর্বত্র প্রশংসিত হত। এখন এই ক্রিকেটকেই শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হঠকারী ও দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে আখ্যা পাচ্ছে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ সাইকেলে দলের লাগাতার ব্যর্থতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

ব্রিসবেনে হারের পর ইংল্যান্ড কোচ ম্যাকালাম যা বলেছেন তা নিয়েও কাঁটাছেড়া চলছে। তিনি বলেছিলেন, এমন হতে পারে যে তাঁরা টেস্টের প্রস্তুতি হিসাবে একটু বেশিই গা ঘামিয়েছিলেন। এই টেস্টের আগে ইংল্যান্ড পাঁচটি প্র্যাকটিস সেশন সেরেছিল। ম্যাকালামের মতে তাতে হয়তো তাঁর ছেলেরা অতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাঁর কথায়, আমার মনে হচ্ছে একটু বেশিই প্রস্তুতি হয়ে গিয়েছিল। অনেক সময় ফ্রেশ হয়ে মাঠে নামাও দরকার পড়ে। ছেলেদের এখন কয়েকটা দিন খেলা থেকে মন সরিয়ে রাখতে হবে। আমাদের প্রস্তুতি রুটিন হয়তো বদলাতে হবে।

ম্যাকালামের এহেন মন্তব্যে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাক্তন ফাস্ট বোলার ড্যারেন গ অতিরিক্ত প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে ঢুকে পড়ার পর পাল্টা আক্রমণের মুখেও পড়েন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে প্রশ্ন শুনতে হয়েছে, অ্যাসেজে আপনার রেকর্ড কি? আপনি কটা অ্যাসেজ জিতেছেন? প্রাক্তন ফাস্ট বোলার অবশ্য না দমে জবাব দিয়েছেন, আমার সময় স্লেটার, টেলর, পন্টিং ও ভাইয়েরা, গিলক্রিস্ট, লেম্যান ছিল। আর ছিল ম্যাকগ্রা, গিলেসপি, ওয়ার্ন ও ম্যাকগিল। তাহলে ভাবুন তখন অস্ট্রেলিয়ার কেমন দল ছিল। তার মানে অ্যাসেজ বিতর্কের মধ্যেই শুরু হয়েছে আরেক বিতর্ক। পরের টেস্ট হবে অ্যাডিলেডে।

নিজের ক্লাবের অবনমন বাঁচিয়ে নেইমার।

স্যান্টোসের অবনমন ঠেকালেন সেই নেইমার

এবার রাজি অস্ত্রোপচারে

সাও পাওলো, ৮ ডিসেম্বর : কথা রাখলেন নেইমার দ্য সিলভা। ক্লাবকে অবনমনের হাত থেকে বাঁচিয়ে হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করানোর সিদ্ধান্ত নিলেন ব্রাজিলীয় তারকা।

ব্রাজিলের শীর্ষ লিগে জায়গা ধরে রাখতে শেষ তিন ম্যাচ জিততেই হত স্যান্টোসকে। চিকিৎসকদের নিষেধ অগ্রাহ্য করেই এই তিন ম্যাচে খেলেন নেইমার। প্রথম ম্যাচে একটি এবং দ্বিতীয় ম্যাচে হ্যাটট্রিক করে দলকে জিতিয়েছিলেন। এবার শেষ ম্যাচে ক্রুজেইরোকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ৩৮ ম্যাচে ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে ১২তম স্থানে লিগ শেষ করল স্যান্টোস। নেইমার নিজে গোল না পেলেও, গোটা ম্যাচে অসাধারণ খেলেছেন। দলের দু'টি গোলে অবদান রেখেছেন তিনি।

এবারের লিগে ২০ ম্যাচ খেলে ৮টি গোল করেছেন নেইমার। অ্যাসিস্ট করেছেন পাঁচটি। ক্লাবকে অবনমনের হাত থেকে বাঁচিয়ে নেইমার বলেছেন, ক্লাবের কঠিন সময়ে নিজের দায়িত্ব পালন করতে পেরে খুশি। সমর্থকদেরও ধন্যবাদ, পাশে থাকার জন্য। কথা দিয়েছিলাম, ক্লাবকে অবনমনের হাত থেকে বাঁচিয়েই হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করাব। এবার সেই সময় এসেছে। এদিকে, অস্ত্রোপচারের পর সুস্থ হয়ে উঠতে অন্তত মাস দেড়েক সময় লাগবে। ফলে নেইমারের বিশ্বকাপ ভাগ্য কিন্তু সেই ঝুলেই রইল। তাঁর ভক্তরা অবশ্য নেইমারকে মাঠেই দেখতে চান। বিশেষ করে বিশ্বকাপে। তবে ব্রাজিল কোচ অনচেলোত্তি আগেই কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন যে, তিনি সম্পূর্ণ ফিট নেইমারকে চান। নচেৎ নয়।

অবসরের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার শাকিবের

লন্ডন, ৮ ডিসেম্বর : গত সেপ্টেম্বরে টেস্ট এবং টি-২০ ক্রিকেট থেকে অবসরের কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিলেন শাকিবআল হাসান। তিনি জানিয়েছেন, দেশের মাটিতে তিন ফরম্যাটে খেলেই ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে চান। প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে জাতীয় দলের বাইরে রয়েছেন শাকিব। রাজনৈতিক কারণে দেশ ছাড়া বাংলাদেশি অলরাউন্ডার অবশ্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের টি-২০ লিগে নিয়মিত খেলছেন।

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার মইন আলিকে দেওয়া পডকাস্ট সাক্ষাৎকারে শাকিব বলেছেন, বাংলাদেশে ফেরার ব্যাপারে আমি আশাবাদী। আমি আনুষ্ঠানিকভাবে সব ফরম্যাট থেকে অবসর নিইনি। তাই নিজেকে ফিট রাখার জন্য খেলে যাচ্ছি। আমার ইচ্ছে, বাংলাদেশে ফিরে টেস্ট, ওয়ান ডে এবং টি-২০ ক্রিকেটের একটি করে পুরো সিরিজ খেলে অবসর নেওয়া। যেভাবেই হোক না কেন, দেশের হয়ে শেষবারের মতো তিনটে ফরম্যাটে খেলতে চাই। দেশের সমর্থকদের সামনে ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে চাই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রায়পুরে একদিনের ম্যাচে স্লো ওভার রেটের জন্য ১০ শতাংশ ম্যাচ ফি কাটা গেল রাহুলের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলের

মাঠে ময়দানে

9 December, 2025 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৯ ডিসেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

তোপের মুখে হিরোশি, চিন্তা হামিদের চোটেও

প্রতিবেদন : সুপার কাপ ফাইনালে হারের পর বিধ্বস্ত লাল-হলুদ শিবির। টানা দু'টি টুর্নামেন্টের ফাইনালে টাইব্রেকারে হারের যন্ত্রণা ভুলতে পারছেন না মিগুয়েল, কেভিন, মহেশরা। এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে সহজ সুযোগ নষ্ট করে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের তোপের মুখে হিরোশি ইবুসুকি। দীর্ঘদেহী জাপানি স্ট্রাইকার পাঁচ ম্যাচে গোল করেছেন মাত্র একটি। তাও আবার সেই একমাত্র গোল এসেছে পেনাল্টি থেকে!

জাত চেনাতে ব্যর্থ হিরোশি।

অথচ হিরোশির বায়োডেটা রীতিমতো আকর্ষণীয়। অতীতে সেভিয়ার মতো নামী ক্লাবের জার্সিতে লা লিগার একটি ম্যাচ খেলেছেন। খেলেছেন আরেক স্প্যানিশ ক্লাব জিরোনার হয়ে লা লিগা টু-তেও। জাপানের একাধিক ক্লাবের হয়ে জে লিগেরও বেশ কিছু ম্যাচ খেলেছেন। শেষ খেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার এ লিগে এবং গোলও করেছেন নিয়মিত। তাই ফুটবলার হিরোশির মান নিয়ে প্রশ্ন তোলা ভুল হবে। তবে হিরোশি যে নিজের সেরা সময় ফেলে এসেছেন, সেটা পরিষ্কার।

আরেক বিদেশি স্ট্রাইকার হামিদ আহদাদের চোট প্রবণতাও চিন্তায় রাখছে ইস্টবেঙ্গলকে। মরোক্কান স্ট্রাইকার লাল-হলুদ জার্সিতে কয়েকটি গোল করলেও, চোটের কারণে বেশ কিছু ম্যাচ খেলতে পারেননি। এবারের ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণ এবং মাঝমাঠ দারুণ শক্তিশালী। কিন্তু সমস্যা বাড়াচ্ছে গোল করার লোকের অভাব। স্ট্রাইকার সমস্যা যদি দ্রুত কাটিয়ে ওঠা না যায়, তাহলে আইএলএলে সমস্যায় পড়তে পারে দল। অস্কার ব্রুজোর সহকারী বিনো জর্জ অবশ্য হিরোশিদের পাশেই দাঁড়াচ্ছেন। তাঁর বক্তব্য, আধুনিক ফুটবলে গোল করার দায়িত্ব শুধু স্ট্রাইকারদের নয়, গোটা দলের।

এগোচ্ছে বাংলা

প্রতিবেদন : কোচবিহার ট্রফিতে গোয়ার বিরুদ্ধে বড় রানের ইনিংস গড়ার পথে এগোচ্ছে বাংলা। সোমবার কল্যাণীতে আয়োজিত ম্যাচে প্রথম ব্যাট করতে নেমে, দিনের শেষে বাংলার স্কোর ৫ উইকেটে ২৯৩ রান। আদিত্য রায় (৭৯ রান) ও আত্মজ মণ্ডল (৬৩ রান) ওপেনিংয়ে ১০৮ রান যোগ করেন। অধিনায়ক চন্দ্রহাস দাস (৫৫ রান) ও অভিপ্রায় বিশ্বাসও (৫৬ রান) হাফ সেঞ্চুরি হাঁকান।

রাজেশের ১৪০

প্রতিবেদন : অনূর্ধ্ব ১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে অসমের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে গুরুত্বপূর্ণ লিড নিল বাংলা। সৌজন্যে অধিনায়ক রাজেশ মণ্ডলের দুরন্ত সেঞ্চুরি। গতকালের ৪ উইকেটে ৭৮ রান হাতে নিয়ে সোমবার মাঠে নেমেছিল বাংলা। শেষ পর্যন্ত ২৩৬ রানে শেষ হয় বাংলার প্রথম ইনিংস। রাজেশ করে ১৪০ রান। ফলে ৮৬ রানের লিড নিয়েছিল বাংলা। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে, দিনের শেষে ১ উইকেটে ৬৬ রান তুলেছে অসম।

শামি চার উইকেট নিলেও বিদায় দলের

ফের ৪ উইকেট শামির।

প্রতিবেদন : হরিয়ানার কাছে ২৪ রানে হেরে, সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি থেকে বিদায় নিল বাংলা। একা কুম্ভের মতো লড়লেন মহম্মদ শামি। বল হাতে নিলেন ৪ উইকেট। কিন্তু তাঁর এই পারফরম্যান্সের মান রাখতে ব্যর্থ বাকিরা।

সোমবার হায়দরবাদের উপ্পল স্টেডিয়ামে আয়োজিত ম্যাচটা ছিল বাংলার কাছে ডু অর ডাই। টুর্নামেন্টের নতুন ফরম্যাট অনুযায়ী সুপার লিগ পর্বে খেলার ছাড়পত্রের জন্য হরিয়ানার বিরুদ্ধে জিততেই হত অভিমন্যু ঈশ্বরণদের। টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাংলা। কিন্তু শামি ছাড়া বাকি বোলাররা হতাশ করলেন। ফলে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৯১ রান তুলে ফেলেছিল হরিয়ানা। শামি চার ওভারে ৩০ রান দিয়ে ৪ উইকেট দখল করেন। দু'টি করে উইকেট পান আকাশ দীপ ও প্রদীপ্ত প্রামাণিক। হরিয়ানার হয়ে সর্বোচ্চ ৪৮ রান করেন নিশান্ত সিন্ধু।

পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, শুরুটা ভাল করেও ২০ ওভারে ১৬৭ রানেই অলআউট হয়ে যায় বাংলা। অভিষেক পোড়েল ২৪ বলে ৪৮ এবং ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায় ৩৩ বলে ৪৪ রান করেন। করণ লাল (৪), অভিমন্যু (১১), শাহবাজ আহমেদ (৩), সুদীপ ঘরামিরা (১২) ব্যর্থ। কিছুটা লড়াই করেন যুবরাজ কেশওয়ানি (২৫ রান)। বাংলার শেষ ৫ উইকেটে পড়েছে মাত্র ২২ রানে। হরিয়ানার ইশান্ত ভরদ্বাজ, সুমিত কুমার, সামন্ত জাখর ও অংশুল কম্বোজ দু'টি করে উইকেট দখল করেন।

চার গোলে জিতে ফাজিলাদের শুরু

দ্বিতীয় গোলের পর উচ্ছ্বসিত ফাজিলা। পাশে সুলঞ্জনা। সোমবার।

প্রতিবেদন : মেয়েদের সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে বড় জয় দিয়ে শুরু ইস্টবেঙ্গলের। সোমবার কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে ভুটানের ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেড লেডিজ এফসিকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিলেন অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের ফুটবলাররা। জোড়া গোল করেন ফাজিলা ইকওয়াপুট। একটি করে গোল রেস্টি নানজিরি ও সুলঞ্জনা রাউলের।

ম্যাচের শুরু থেকে আক্রমণের ঝড় তুলেছিলেন মশাল গার্লসরা। প্রথম মিনিটেই সহজ সুযোগ নষ্ট করেন সৌম্যা গুগোলোথ। তবে ৩৫ মিনিটে ফাজিলার দুরন্ত গোলে খাতা খোলেন লাল-হলুদের মহিলা দল। শরীর শূন্যে ছুঁড়ে হেডে বল জালে জড়ান ফাজিলা। বিরতির সময় ওই এক গোলেই এগিয়ে ছিল ইস্টবেঙ্গল।

তবে দ্বিতীয়ার্ধে বিপক্ষের উপর আরও তিন-তিনটি গোল চাপিয়ে দেন রেস্টি-ফাজিলারা। ৫৮ মিনিটে ফাজিলার পাস থেকে বল পেয়ে ২-০ করেছিলেন সুলঞ্জনা। ৬৩ মিনিটে ফের গোল। এবার গোল করেন রেস্টি। তাঁকে পাস বাড়িয়েছিলেন সেই ফাজিলা। ৭২ মিনিটে সুলঞ্জনার পাস থেকে বল পেয়ে ৪-০ করেন ফাজিলা নিজেই। বাকি সময় বেশ কিছু সুযোগ তৈরি হলেও, লাল-হলুদের জয়ের ব্যবধান বাড়েনি। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় ম্যাচে সুলঞ্জনাদের প্রতিপক্ষ পাকিস্তানের ক্লাব করাচি সিটি।

বাগানের প্র্যাকটিসে যোগ দিলেন দিমিত্রি

প্রতিবেদন : বাকি বিদেশিরা চলে এসেছিলেন আগেই। সোমবার মোহনবাগানের প্র্যাকটিসে যোগ দিলেন দিমিত্রি পেত্রাতোসও। শনিবারই শহরে চলে এসেছিলেন বাগানের অস্ট্রেলীয় তারকা। সেদিন হোটেলে জিম সেশন করে কাটিয়েছিলেন। রবিবার ছিল ছুটি। এদিন মাঠে বল পায়ে সতীর্থদের সঙ্গে চুটিয়ে প্র্যাকটিস করলেন দিমিত্রি।

শরীরের মেদ অনেকটাই ঝরিয়ে ফেলেছেন। সবুজ-মেরুন জার্সিতে নিজেকে নতুন করে প্রমাণ করার জন্য তিনি যে মুখিয়ে রয়েছেন, সেটা দিমিত্রির শরীরী ভাষাতেই স্পষ্ট। বেশ ফুরফুরে মেজাজে পাওয়া গিয়েছে তাঁকে। আরেক অস্ট্রেলীয় তারকা জেসন কামিন্সের সঙ্গে হাসিঠাট্টাও করতে দেখা

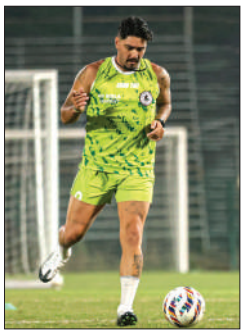

গিয়েছে দিমিত্রিকে। গত মরশুমে নিজের সেরা ফর্মে ছিলেন না। এবারও যেকটা ম্যাচ খেলেছেন, প্রত্যাশাপূরণ করতে পারেননি। তবুও সবুজ-মেরুন জনতার কাছে দিমিত্রির জনপ্রিয়তা যে সেই আগের মতোই রয়েছে, সেটা টের পাওয়া গিয়েছে এদিনের প্র্যাকটিসে।

ভিসা জটে এখনও কলকাতায় এসে পৌঁছতে পারেননি মোহনবাগানের নতুন কোচ সের্জিও লোবেরা। তাঁর অনুপস্থিতিতে ফিজিও সার্জিও গার্সিয়ার তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করছেন ফুটবলাররা। প্র্যাকটিসে মূলত জোর দেওয়া হচ্ছে ফিটনেস ট্রেনিংয়ে। ক্লাব সূত্রের খবর, সবকিছু ঠিক থাকলে চলতি সপ্তাহেই কলকাতায় পা রাখবেন লোবেরা।

এবার বিরাটের নতুন ইনিংস

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর : ২২ গজে ব্যাট হাতে দুর্দান্ত ফর্মে। এবার মাঠের বাইরেও নতুন ইনিংস শুরু করলেন বিরাট কোহলি। স্পোর্টসওয়্যার স্টার্টআপ অ্যাজিলিটাস স্পোর্টসের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেন কিং কোহলি। শুধু সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডরই নন, বিনিয়োগকারী হিসাবেও অ্যাজিলিটাস স্পোর্টসের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন বিরাট। সংস্থার ১.৯৪ শতাংশ শেয়ার থাকবে তাঁর হাতে। এখানেই শেষ নয়, বিরাটের নিজস্ব পোশাক ব্র্যান্ডের পণ্যও বিক্রি হবে অ্যাজিলিটাস স্পোর্টসের মাধ্যমে। বিরাটের ব্র্যান্ডের যাবতীয় পণ্য আমজনতার কাছে পৌঁছে দিতে নতুন কৌশল নেবে অ্যাজিলিটাস স্পোর্টস। সোমবার বিরাট এই প্রসঙ্গে বলেছেন, অ্যাজিলিটাস স্পোর্টসের প্রস্তাব প্রথমবার শুনেই মনে হয়েছিল, বিরাট বড় উদ্যোগ নিতে চলেছে এই সংস্থা। তাই ঠিক করে ফেলি এখানে যোগ দেব। এই সংস্থা স্পোর্টসওয়্যারের জগতে সাড়া ফেলে দেবে বলেই আমার বিশ্বাস। প্রসঙ্গত, এর আগে বিশ্ববিখ্যাত স্পোর্টসওয়্যার প্রস্তুতকারক সংস্থা পুমার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন বিরাট। কিন্তু বছরের শুরুতেই সেই সম্পর্ক ছিন্ন করেন। নতুন করে চুক্তির জন্য পুমার তরফে ৩০০ কোটি টাকার প্রস্তাব দেওয়া হলেও, তা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। মজার কথা, ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় পুমার প্রাক্তন ম্যানজিং ডিরেক্টর অভিষেক গঙ্গোপাধ্যায় শুরু করেছেন অ্যাজিলিটাস স্পোর্টস স্টার্টআপ। এবার এক বঙ্গসন্তানের উপরেই ভরসা রাখলেন বিরাট।

১৬
৯ ডিসেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

মাঠে ময়দানে

9 December, 2025 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আইসিসির সঙ্গে চুক্তি ভাঙতে চায় জিওস্টার, টি-২০ বিশ্বকাপ সম্প্রচার নিয়ে জট

মহানদীর তীরে আজ নতুন চ্যালেঞ্জ সূর্যদের

প্রস্তুতি এড়ালেন হার্দিক, নেটে দু'ঘণ্টা ব্যাট শুভমনের

সূর্য ও গম্ভীর। (ডানদিকে) শুভমন। সোমবার কটকে।

কটক, ৮ ডিসেম্বর : কটকে টিকিট নিয়ে গত কয়েকদিনে যে পাগলামি হয়েছে তাতে লোকে শিউরে উঠছেন এটা ভেবে যে রো-কো খেললে কী হত!

এমন নয় যে রুপোলি শহরে অনেকদিন বাদে ক্রিকেট হচ্ছে। কটক বহু আন্তর্জাতিক ম্যাচ দেখেছে। আর সেটা নিয়মিত। একসময় এখানে টেস্ট ম্যাচ হত। কিন্তু ক্রিকেট নিয়ে এখানে পাগলামির শেষ নেই। তার উপর আবার শুভমন গিল আর হার্দিক পান্ডিয়া ফিরেছেন। সাদা বলের ক্রিকেটে হার্দিক ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার। তিনি থাকা মানে সঠিক ব্যালান্স। বাড়তি প্লেয়ার খেলানোর সুযোগ। তবে হার্দিক আগের দিন একা-একা প্র্যাকটিস করলেও এদিন মাঠে আসেননি। শুভমন অবশ্য নেটে ঘণ্টা দুয়েক ব্যাট করেছেন।

এখানে যেমন হার্দিক থাকায় একজন বেশি ফাস্ট বোলার খেলানো যাবে। লালমাটির উইকেট স্পিনারদের থেকে সিমারদের বেশি সুবিধা পাওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে বুমরার সঙ্গে হর্ষিত আর অর্শদীপকে হয়তো দেখা যাবে। একমাত্র স্পিনার কুলদীপ যাদব। যিনি এই মুহূর্তে দারুণ ছন্দে রয়েছেন। শুধু এই উইকেটে টার্ন আদায় করতে একটু মুশকিল হবে তাঁর। ওয়াশিংটন সুন্দর লাইনে আছেন। কিন্তু এক স্পিনার খেললে তাঁর সুযোগ নেই। খেলবেন শিবম দুবে। লাইনে আছেন বরুণ চক্রবর্তীও।

তার মানে প্রথম টি ২০ ম্যাচের দল দাঁড়াতে পারে এইরকম— দুই ওপেনার অভিষেক শর্মা ও শুভমন গিল। তিনে সূর্যকুমার যাদব, চারে তিলক ভার্মা, পাঁচে সঞ্জু স্যামসন, ছয়ে হার্দিক পাণ্ডিয়া, সাতে শিবম দুবে অথবা ওয়াশিংটন সুন্দর, আটে কুলদীপ যাদব। পরের তিনটি জায়গায় তিন সিমার হর্ষিত রানা, জসপ্রীত বুমরা ও অর্শদীপ সিং। একমাত্র স্পিনার হিসাবে কুলদীপ খেললে বসতে হবে অক্ষর প্যাটেল ও বরুণ চক্রবর্তীকে। এই ফর্ম্যাটে বরুণ এত সফল, তাই ঝুঁকি নিয়ে তাঁকে খেলাতে গেলে কুলদীপ বা এক সিমারকে বাইরে রাখা হবে। তাতে পরিস্থিতির বিচারে সেটা আশ্চর্যের।

বরাবটি স্টেডিয়ামের খুব কাছে মহানদী। তার সাদা বালির জন্যই এই শহরের নাম রুপোলি শহর। নদীর দিক থেকে যে হওয়া বয় তাতে জোরে বোলাররা সুবিধা পান। এখন প্রশ্ন হল এই সুবিধা বুমরারা কাজে লাগাতে পারবেন কিনা। দক্ষিণ আফ্রিকা কয়েকজন ক্রিকেটারকে চোটের জন্য হারিয়েছে। যাঁর ধাক্কা এইডেন মার্করামের দলের উপর সরাসরি পড়ছে। গোটা সফরে ফর্মে থাকা টেম্বা বাভুমা এই দলে নেই। তার উপর একদিনের সিরিজ দক্ষিণ আফ্রিকা হেরে এসেছে। সুতরাং চাপ কিন্তু তাদের উপর থাকছে।

বরাবটি স্টেডিয়ামের অবস্থা নিয়ে ক্ষুব্ধ অনেকেই। ম্যাচের সব টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তড়িঘড়ি করে আয়োজন করতে গিয়ে গ্যালারিতে প্ল্যাস্টিকের চেয়ার বসাতে হয়েছে। একদিকের সাইট স্ক্রিনের জন্যও গ্যালারি থেকে খেলা দেখতে অসুবিধা হচ্ছে। যা নিয়ে বিরক্ত স্থানীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা। তবে সোমবার অবশ্য মাঠে কয়েক হাজার ভক্ত প্র্যাকটিস দেখেছেন।

রো-কো নেই, এতেই খুশি মার্করাম

কটক, ৮ ডিসেম্বর : রো-কো আতঙ্কে ভুগছে দক্ষিণ আফ্রিকা শিবির! প্রথম টি-২০ ম্যাচের আগে তা কার্যত স্বীকার করে নিলেন এইডেন মার্করাম। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে এসে প্রোটিয়া অধিনায়ক বলে দিলেন, বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা এই সিরিজে খেলছে না। এটা আমাদের জন্য ভাল খবর। তবে ভারতের টি-২০ দলটাও দারুণ শক্তিশালী। ফলে খুব উপভোগ্য একটা সিরিজ হতে চলেছে। মার্করামের কথাতেই স্পষ্ট, টি-২০ সিরিজেও রোহিত-বিরাটের অদৃশ্য ছায়া তাড়া করে বেড়াচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটারদের। একদিনের সিরিজ হারের পর, তাঁরা যে টি-২০ সিরিজ জিততে মরিয়া, সেটা বুঝিয়ে দিয়ে মার্করাম বলেছেন, এই সিরিজটা জিততে চাই। আমাদের দলে টি-২০ বিশেষজ্ঞ ক্রিকেটারের অভাব নেই। ভাল খবর হল, আনরিখ নোখিয়া স্কোয়াডে যোগ দিয়েছে। এতে আমাদের বোলিং শক্তি অনেকটাই বেড়ে গেল। ফিটনেসের তুঙ্গে থাকলে নোখিয়া কিন্তু ম্যাচ উইনার।

আইপিএলে অভিষেক শর্মার সঙ্গে সানরাইজার্স হায়দরাবাদে খেলেন মার্করাম। আসন্ন সিরিজে ভারতীয় ওপেনারকে দ্রুত প্যাভিলিয়নে ফেরানোর পরিকল্পনা তৈরি বলে জানাচ্ছেন প্রোটিয়া অধিনায়ক। তিনি বলছেন, অভিষেক আমার আইপিএল সতীর্থ। ও দারুণ ছেলে। ম্যাচ উইনার। ওর জন্য আমাদের কী পরিকল্পনা রয়েছে, সেটা ফাঁস করতে চাই না। আশা করি, আমাদের বিরুদ্ধে ওর ব্যাট থেকে বড় রান আসবে না। গতকালই কটকে এসেছি। আজ প্রথম পিচ দেখলাম। কাল সকালে টসের আগে প্রথম এগারো বেছে নেব।

শুভমন ও হার্দিক ফেরায় স্বস্তি সূর্যর

কটক, ৮ ডিসেম্বর : ২০২৪ টি-২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরেই পরের বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। সাফ জানালেন সূর্যকুমার যাদব। আগামী বছরে ভারতের মাটিতে বসছে টি-২০ বিশ্বকাপের আসর। প্রস্তুতির জন্য সূর্যদের হাতে রয়েছে আর মাত্র ১০টি ম্যাচ। এর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পাঁচটি ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচটি ম্যাচ।

সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে এসে সূর্য বলেছেন, বিশ্বকাপের আগে দুটো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে ১০টি ম্যাচ খেলব। আপাতত আমাদের ফোকাস দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে। এখনই বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবছি না। টুর্নামেন্ট যত এগিয়ে আসবে, ততই বিশ্বকাপে ফোকাস ফেরাব।

আত্মবিশ্বাসী ভারত অধিনায়কের সংযোজন, ২০২৪ বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরেই পরের বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি আমরা। এমনটা নয় যে, টুর্নামেন্টের দু'মাস আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করব। অনেক আগে থেকেই এটা শুরু হয়ে গিয়েছে।

চোট সারিয়ে এই সিরিজে দলে ফিরেছেন হার্দিক পান্ডিয়া এবং শুভমন গিল। সূর্য বলছেন, শুভমন ফিট। দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হার্দিকও ফিরেছে। ও আসাতে আমাদের হাতে অনেক বিকল্প চলে এল। বড় টুর্নামেন্টে হার্দিক সব সময় ভাল খেলেছে। ওর অভিজ্ঞতার দাম অনেক। ও দলে যোগ দেওয়াতে ভারসাম্যও বেড়েছে। সূর্য আরও জানিয়েছেন, কটকে শুভমনই ওপেন করবেন। তাঁর বক্তব্য, শ্রীলঙ্কাতে শুভমন ওপেন করেছিল। সঞ্জু স্যামসন যে কোনও জায়গায় ব্যাট করতে পারে। এই দুটো সিরিজে ব্যাটিং অর্ডারে খুব বেশি বদল আনার পক্ষপাতী নই। প্রথম একাদশ নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চাইছি না। মোটামুটি একটা সেট দল হাতে রয়েছে।

ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে সূর্য বলেছেন, আমাদের দলে তিন থেকে সাতে যারা ব্যাট করে, তারা যে কোনও জায়গায় ব্যাট করতে পারে। তিলক ভার্মাকে হয়তো কোনও ম্যাচে ছয়ে দেখলেন। আবার শিবম দুবেকে তিনে পাঠানো হতেই পারে ম্যাচের পরিস্থিতি বুঝে।

এদিকে, মঙ্গলবারের ম্যাচে শিশির পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে টস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সূর্য বলছেন, এখানে আগেও খেলেছি। শিশির নিয়ে কিছু করার নেই। কখনও বেশি পড়ে। আবার কখনও কম। আমরা শুধু ভালভাবে প্রস্তুতিতে জোর দিচ্ছি। উইকেট দেখে মনে হচ্ছে, গতি ও বাউন্স দুটোই রয়েছে। যা আমাদের দলের জন্য ভাল। টি-২০ স্কোয়াডে থাকা অনেক ক্রিকেটারই সম্প্রতি ঘরোয়া টুর্নামেন্ট মুস্তাক আলি ট্রফিতে খেলেছেন। সূর্যর বক্তব্য, আন্তর্জাতিক ম্যাচ কম থাকে। তাই ঘরোয়া টুর্নামেন্টে খেলা জরুরি। তাতে প্রস্তুতি ঠিকঠাক নেওয়া যায়। অনেকেই এখন ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলছে। এটা ভাল লক্ষণ।

বিয়ে ভাঙার কথা বলেই স্মৃতি হাজির সোজা নেটে

মুম্বই, ৮ ডিসেম্বর : গত কয়েকটা সপ্তাহ দুঃস্বপ্নের মতোই কেটেছে। পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে বিয়েটা শেষ পর্যন্ত ভেঙেই দিয়েছেন স্মৃতি মান্ধানা! এবার ফের ক্রিকেটে মনোযোগ ফেরালেন স্মৃতি। ৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ডব্লুপিএল। সোমবার থেকে তারই প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন বাঁ হাতি ব্যাটার। নেটে স্মৃতির ব্যাট করার ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন ভাই শ্রবণ মান্ধানা। বিয়ে ভাঙার পর এই প্রথমবার প্রকাশ্যে এলেন স্মৃতি।

গত ২৩ নভেম্বর সাতপাকে বাঁধা পড়ার কথা ছিল স্মৃতি-পলাশের। বিয়ের দিনই অন্য মহিলার সঙ্গে পলাশের সম্পর্কের কথা জানতে পারেন স্মৃতি। মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেও, তখনই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন বিয়ে ভেঙে দেওয়ার। মেয়ের এই সিদ্ধান্তের কথা শুনেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন স্মৃতির বাবা। কিন্তু তাতেও সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন স্মৃতি। অবিশ্বাসের সম্পর্ক টেনে নিয়ে যেতে রাজি ছিলেন না তিনি। রূপকথার বিয়ের শেষটা হয় তিক্ততার মধ্য দিয়ে।

সেই দুঃস্বপ্ন ভুলতে ক্রিকেটকেই আঁকড়ে ধরলেন স্মৃতি। ডব্লুপিএলের প্রথম ম্যাচেই হরমনপ্রীত কৌরের মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মুখোমুখি হবে স্মৃতির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। সোমবার নেটে বেশ কিছুক্ষণ ব্যাট করেছেন স্মৃতি। যেভাবে অনায়াসে বোলারদের বিরুদ্ধে উইকেটের চারধারে শট খেলেছেন, তা দেখে মনে হয়েছে, ব্যক্তিগত জীবনের ধাক্কা তাঁর খেলায় কোনও প্রভাব ফেলেনি।